تعليم القرآن الكريم للأطفال والكبار

শিশু ও বয়স্কদের
কুরআন
শিক্ষার সহজ পদ্ধতি

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

সম্পাদনা

উমার ফারুক আব্দুল্লাহ

আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার

বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য। যিনি মানব জাতির মুক্তির দিশারী হিসাবে নাজিল করেছেন আল-কুরআন। দরুদ ও সালাম আমাদের প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (ﷺ)-এর প্রতি যাঁর চরিত্র ছিল আল-কুরআন। তিনি (ﷺ) বলেছেন:"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো: যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়।" আরো বর্ষিত হোক শান্তির ধারা তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের সকল উত্তম অনুসারীদের প্রতি।

১৪২৭ হিজরী সালের পবিত্র রমজান মাস। হঠাৎ করেই মনে জাগল কুরআন নাজিলের মাস রমজান। এ মাসে কুরআনের কিছু খেদমত করতে পারলে জীবনটা ধন্য হত। তাই সাধারণ মুসলিম ভাই ও বোন এবং ছোটদের কুরআন পড়ার জন্য আধুনিক বাংলা ও আরবি নিয়মে একটি বই লেখার দৃঢ় সংকল্প করি। বিলম্ব না করে সে দিনেই এ মহৎ কাজ আরম্ভ করি। যার ফলশ্রুতিতে আজকের এই বইটির অবতারণা।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পবিত্র বড় আমানত। কিছু মুফাসসীরগণের মতে, আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা এই প্রবিত্র মহা আমানত বহন করতে অপরগতা স্বীকার করে। [সূরা আহজাব:৭২] বাবা আদম (আ:) জান্নাতে থাকা অবস্থায় এ মহান আমানতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ:)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান সর্বশেষ নবী ও রসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর প্রতি সর্বশেষ কিতাব রমজানের লাইলাতুল কদরে অবতীর্ণ করেন। দীর্ঘ ২৩ বছরে পূর্ণ কুরআনের নাজিল সম্পন্ন হয়। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন অপরিবর্তন ও অবিকৃত থাকবে; কারণ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কিতাবের হেফাজতের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। [সূরা হিজর:৯]

আল-কুরআন কিয়ামতের দিন তার সাথীদের জন্য আল্লাহর নিকটে সুপারিশ করবে। আর যারা এ কিতাবকে ত্যাগ করবে তথা পাঠ করবে না, এর উপর আমল ও এ দ্বারা বিচার ফয়সালা এবং মেনে চলবে না তারা কিয়ামতের মাঠে কুরআন ত্যাগকারী বলে বিবেচিত হবে; এ সময় তাদের বাঁচার উপায় কি হবে???!!!

এই পবিত্র আমানত রক্ষার জন্য আমাদের প্রত্যেকের প্রতি চারটি কাজ জরুরি।

১. কুরআন মাজীদের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শিখে নিয়মিত পাঠ করা।
২. কুরআনুল কারীমের যে অর্থ ও তাফসীর রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সাহবাগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাঁদের পরে তাবে'য়ী ও ইমামগণ তাই শিখে ছিলেন। আমাদেরকেও সেই সঠিক অর্থ ও তাফসীর জানা।
৩. সঠিক অর্থ ও তাফসীর জেনে প্রতিটি বিষয়ে তার প্রতি যথাযত আমল করা।
৪. যারা কুরআন পড়তে পারে না ও অর্থ জানে না এবং আমলও করে না তাদেরকে শিখানো ও কুরআনের দা'ওয়াত ও তাবলীগ করা।

বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিখার জন্য প্রতিটি ভাষায় কিছু পুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ মুসলিম দেশ। পৃথিবীতে প্রায় ৩৫ কোটি বাংলাভাষী মানুষ রয়েছে, যাদের অধিকাংশ মুসলিম। বাংলাভাষী মুসলিম ভাইদের কুরআন শিক্ষার প্রতি চরম আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আজ স্বাধীনতার প্রায় ৪২ বছর পরেও আমাদেরকে যাঁরা কুরআনের তা'লিম-শিক্ষা দেন তাঁদের শিংহভাগ আজও উর্দু ও ফার্সী নিয়ম থেকে অতিক্রম করতে পারেননি। উর্দু ও ফার্সী নিয়মে আধুনিক নাম দিয়ে বাজারে বিভিন্ন ধরণের বহু বই-পুস্তক রয়েছে।

আরো বড় আশ্চর্য লাগে আরবি কুরআন শিক্ষার জন্য আরবি ও বাংলা ভাষার মাঝে শিক্ষার্থীদের মাথার উপর উর্দু-ফার্সীর বোঝা চাপানো দেখে। এ ছাড়া আরো আশ্চর্যের কথা হলো: যখন এক শ্রেণীর মানুষ

উর্দু-ফার্সী নিয়মকেই আরবি বলে চালিয়ে দেন। আর উর্দু-ফার্সীর ঝামেলা নয় বরং সরাসরি আরবি হতে বাংলার নতুন দিগন্ত উন্মচন করতে আমাদের এ ছোট প্রয়াস।

প্রতিটি ভাষায় যেমন আছে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। অনুরূপ আরবি ভাষাতেও আছে কিছু স্বরচিহ্ন (স্বরবর্ণ, স্বরধ্বনি) ও ব্যঞ্জনবর্ণ। আরবি ভাষায় মোট ব্যঞ্জনবর্ণ ২৮ বা ২৯টি। আর স্বরবর্ণ দুই প্রকার। (এক) হ্রস্ব স্বরবর্ণ তিনটি যথা: (ـَـ) আ-কার , (ـِـ) ই-কার, (ـُـ) উ-কার। (দুই) দীর্ঘ স্বরবর্ণ তিনটি যথা: (ـَا) দীর্ঘ আ-কার [এর ব্যবহার বাংলা ভাষাতে নেই], (ـِى) ঈ-কার ও (ـُو) ঊ-কার। এ ছাড়া তিনটি স্বরধ্বনি রয়েছে যথা: (ْ , ْ) হস্ চিহ্ন (ْ), দ্বিত্ব চিহ্ন (ّ) ও (نْ) তানবীন তথা নূন সাকিন যার প্রকাশ হবে: (ـٌـ ـٍـ ـًـ) এভাবে।

কুরআন শিক্ষর জন্য চারটি কাজঃ

১. আরবি ভাষার ২৮/২৯টি ব্যঞ্জনবর্ণের সঠিক নাম, সঠিক উচ্চারণ ও একটি অপরটি হরফের মাঝের পার্থক্য জানা।
২. ব্যঞ্জনবর্ণকে পড়ার জন্য তিনটি হ্রস্ব ও তিনটি দীর্ঘ স্বরবর্ণ জানা।
৩. স্বরবর্ণের সহযোগী আরো তিনটি স্বরধ্বনি তথা: হস্-হসন্ত চিহ্ন ও দ্বিত্ব চিহ্ন এবং তানবীন জানা।
৪. বেশি বেশি করে অনুশীলন করা।

উপরের চারটি কাজ যিনি করবেন তিনি আল্লাহ তা'য়ালার সরল-সহজ কিতাব তেলাওয়াত নিশ্চয় শিখবেন। এ ছাড়া স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনিযুক্ত আরবি দোয়া ও হাদীসও পাঠ করতে পারবেন বলে আমরা ১০০% নিশ্চিত।

বইটির চারটি অংশ রয়েছেঃ (এক) কুরআনের পরিচিতি। (দুই) কুরআন শিক্ষার সহজ ব্যাকরণ। (তিন) তাজবীদ অংশ। (চার) কুরআন সম্পর্কে প্রায় একশত প্রশ্নের উত্তর। পূর্ণ বইটি প্রথম সংস্করণে ছাপা হয়েছে। এখানে আমরা যারা প্রথম থেকে কুরআন শিখতে ইচ্ছুক তাদের জন্য নতুনভাবে প্রকাশ করা হলো।

বইটির কিছু বৈশিষ্ট্যঃ

১. কুরআন পাঠের জন্য বাংলা ভাষার সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ একটি বই।
২. কুরআন শিক্ষার ব্যাকরণ সম্মত একটি কিতাব।
৩. সরাসরি আরবি হতে বাংলার ব্যবহার।
৪. বাংলা ও আরবি বানান করার পদ্ধতি।
৫. উর্দু ও ফার্সীর ঝামেলা মুক্ত একটি বই।
৬. প্রতিটি পাঠে কুরআন ও আরবি ভাষার শব্দ দ্বারা উদাহরণ।
৭. প্রতিটি পাঠে অনুশীলনী ও সহজে বুঝার জন্য ভিন্ন রঙের ব্যবহার।
৮. সিডির সাহায্যে শিক্ষক ছাড়া ঘরে বসে কুরআন শিখার সুব্যবস্থা।
৯. সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ ইবনে আব্দুল আজিজ (রহঃ)-এর কুরআন প্রিন্টিং প্রেস হতে আরবি নিয়মে ছাপা কুরআন পড়ার সমস্যা দূরকরণ।

নিজের ও বহু সংখ্যক বাংলাভাষীদের মধ্যে দীর্ঘ দিনের লুকায়িত প্রশ্ন আরবি ও বাংলার মাঝে উর্দু ও ফার্সীর ঝামেলা কেন? এছাড়া আরবি কুরআন পড়ার আরবি সঠিক নিয়ম কী? ইহা দূর করতে উদ্যোগী হতে পেরে এবং একেবারে প্রথম থেকে কুরআন শিখতে ইচ্ছুক ও সোনামণিদের হাতে এই ছোট মূল্যবান উপহার তুলে দিতে পেরে আল্লাহ তা'য়ালার নিকটে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বইটি দেশের স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ ও সৌদি আরবের ইসলামিক সেন্টারগুলোতে সিলেবাসভুক্ত করার জন্য পরামর্শ রইল।

বইটি সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য প্রযোজ্য। তবে নিজের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলায় কিছুটা দখল থাকলে অতিদ্রুত ও সহজে বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করা সম্ভব। যদি এই বইটি এবং এর সিডি সংগ্রহ করতে পারেন তবে ইন শাআল্লাহ ১০০% নিশ্চিত যে, আপনি পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন শিক্ষক মহোদয় আপনার সাথেই আছেন।

বইটির প্রথম প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'য়ালার মহান দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। সম্মানিত পাঠক মহোদয় ইহা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। যাঁরাই এ মহৎ

কাজে সহযোগিতা করেছেন এবং যে সকল লেখকের বই-পুস্তক দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করেছি তাদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। আর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোন দিনও চূড়ান্ত হবার নয়। অতএব, বইটি পড়ার সময় কোন ভুল-ত্রুটি বা ভ্রম কারো দৃষ্টিতে পড়লে অথবা কোন নতুন ও ভাল প্রস্তাব থাকলে তা আমাদেরকে অবহিত করালে সাদরে গৃহীত হবে এবং তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকব। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথভাবে তা বিবেচনা করা হবে।

হে আল্লাহ! আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আবু আহ্মাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার,
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব।
১/৯/১৪৩২হিঃ ১/৮/২০১১ইং
মোবইল নং :০৫০২৪৫৬৬১৭

পরামর্শ

প্রিয় শিক্ষক মহোদয়, শিক্ষার্থী ও বাবা-মা যাঁরাই বইটি পড়বেন বা পড়াবেন তাঁদের জন্য নিম্নে কিছু জরুরি পরামর্শ দেয়া হলো। আশা করি পরামর্শগুলো গ্রহণ করলে আল্লাহ চাহে আপনার কাঙ্খিত আশা পূরণ হবে।

১. সর্বপ্রথম এ কথা মনে রাখবেন যে, আল্লাহর কিতাব কুরআনুল কারীম সবচেয়ে সহজ একটি কিতাব। [সূরা কামার:১৭,২২,৩২,৪০] কোন প্রকার ভয় পবেন না বা আতঙ্ক সৃষ্টি করবেন না।

২. নিজের মাতৃ ভাষার মত সহজ করে পড়ার চেষ্টা করবেন। কোন প্রকার মাথা বা ঘাড় কিংবা চোখ না নড়িয়ে এবং প্রথম হতেই জিহবা ও শব্দকে স্বাভাবিক রেখে পড়ার বা পড়ানোর অভ্যাস করবেন বা করাবেন।

৩. আরবি ব্যঞ্জনবর্ণগুলো পড়ার সাথে সাথে প্রতিটি পাঠ লেখতে বা লেখাতে হবে। এ ছাড়া প্রতিটি অনুশীলনী গুরুত্ব সহকারে বুঝার ও লেখা বা লেখার চেষ্টা করতে হবে।

৪. একটি পাঠ পূর্ণভাবে না শিখার পূর্বে পরবর্তী পাঠ শিখা বা শিখানোর চেষ্টা করবেন না। আর প্রতিটি পাঠ লেখার ব্যাপারে মনোযোগী থাকবেন।

৫. ব্যঞ্জনবর্ণ সঠিকভাবে শিখতে পারলেই হাতে কুরআন নিয়ে অক্ষরগুলো চিহ্নত করার চেষ্টা করবেন। অক্ষর চিনতে সমস্যা না হলে মনে রাখবেন আপনি এখন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কুরআন পড়া শিখে গেছেন।

৬. স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি যখন আয়ত্ব করতে পারবেন তখন আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে কুরআনে তা অনুশীলন করার চেষ্টা করবেন। যদি স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি চিহ্নত করতে পারেন, তাহলে আপনি আরো বিশ ভাগ যোগ করেন। অর্থাৎ–এখন আপনি (৫০+২০=৭০) ভাগ কুরআন পড়তে পারছেন মনে করবেন।

৭. এবার আপনি বানান করে মিলানোর জন্য বেশি বেশি অনুশীলন করুন। অনুশীলন করার নিয়ম হলো: যে কোন একটি ছোট সূরা বা একটি আয়াত নির্দিষ্ট করে সর্বপ্রথম ব্যঞ্জনবর্ণগুলো কমপক্ষে ১০বার চিহ্নত করুন। এরপর স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনিগুলো ১০বার পড়ার চেষ্টা করুন। অত:পর বানান করে মিলিয়ে পড়া আরম্ভ করুন।

৮. মনে রাখবেন এ অবস্থায় রাস্তায় গাড়ি না চালিয়ে খোলা মাঠে গাড়ি চালাবের চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ–এ সময় অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তি হলে তাতে কোন অসুবিধা নেই বরং দ্বিগুণ সওয়াব পাবেন।

৯. কুরআন শিখা গাড়ির ড্রাইভিং শিখার মত। যে যত ভয় কম করবে সে ততো তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাতে শিখবেন। অল্প জায়গায় বেশি বেশি অনুশীলন করবেন, আল্লাহ চাহে এরপর সমস্ত কুরআনের যে কোন স্থানে দ্রুত গতিতে চলবে।

১০. সম্মানিত বাবা-মা! আপনার সোনামণীদেরকে সহজভাবে কুরআন শিখানোর জন্য নিজেরা প্রথমে বইটি একবার ভালভাবে পড়ে নিবেন। এরপর বাংলার সাথে আরবির অনেকটাই মিল রয়েছে তা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে দিবেন। আর বিশেষ করে সিডিতে যেভাবে সহজে পড়ার পদ্ধতি দেয়া হয়েছে তা বুঝে অনুসরণ করার চেষ্টা করবেন।

১১. সর্বদা উৎসাহিত করবেন; ভুল করেও কখনো নিরুৎসাহিত করবেন না। হতাশ হওয়া বা ভয় দেখানো কিংবা ভয় করাই হলো কুরআন না শিখতে পারার সবচেয়ে বড় সমস্যা।

১২. কখনো ভুলকরে প্রথমে আরবি অক্ষরের মাখরাজ শিখে বা শিখানোর পর কুরআন শিখার চেষ্টা করবেন না। বরং সঠিক তালকীন তথা বিশুদ্ধভাবে শুনে শুনে অনুরূপ অনুকরণ করার চেষ্টা করবেন।

১৩. বাংলা অথবা আরবি যে কোন একটি বানান পদ্ধতি নির্বাচন করে সর্বদা অনুসরণ করবেন।

الحروف الهجائية العربية

আরবি বর্ণমালা [ব্যঞ্জনবর্ণ-**Consonant**]

ث	ت	ب	ا
د	خ	ح	ج
س	ز	ر	ذ
ط	ض	ص	ش
ف	غ	ع	ظ
م	ل	ك	ق
ي	هـهـه ه	و	ن

নোটঃ

- প্রতিটি ভাষায় যেমন ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণ আছে। অনুরূপ আরবি ভাষায় আছে কিছু ব্যঞ্জনবর্ণ এবং স্বরচিহ্ন (স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি)। আরবিতে ব্যঞ্জনবর্ণ মোট ২৮টি। আর হামজাকে আলাদা হরফ হিসাব করলে ২৯টি।
- ব্যঞ্জনবর্ণ বলেঃ যে বর্ণ অন্য বর্ণের তথা স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হয় না। যেমনঃ ক, খ, গ--- ب ، ت ، ث ।
- স্বরবর্ণ বলেঃ যে বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়াই তথা নিজে নিজেই উচ্চারিত হয়। যেমনঃ অ, ই, উ ---- ـَ ـِ ـُ।
- আলিফ স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি মুক্ত হলে মাদের অক্ষর। আর যুক্ত হলেই হামজায় পরিণত হয়। তাই হামজা আলাদা কোন অক্ষর না। আবার কেউ কেউ হামজাকে পৃথক অক্ষর ধরে মোট ২৯টি অক্ষর বলেছেন।
- پ، ٹ، چ، ڈ، ڑ، ژ، گ، ں، ے. যথাক্রমে ডান দিক থেকে পে, টে, চে, ডাল, ড়ে, ঝে, গাপ, নূনগুন্নাহ ও ইয়ায়ে মাজহুল অক্ষরগুলো উর্দু-ফার্সী ভাষায় অতিরিক্ত।
- আরবি ز জ্বাই অক্ষরটিকে উর্দু-ফার্সীর ژ ঝে- এর মত পড়া একটি প্রচলিত ভুল।
- ওয়াও, ইয়া ও আলিফ যদি স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি যুক্ত ছাড়া হয়, তাহলে এ তিনটি অক্ষরকে "মাদের হরফ" বলে।
- বর্ণমালাগুলো ডান ও বাম এবং উপর ও নিচ দিক হতে বারবার পড়ার চেষ্টা করুন।

আরবি অক্ষরের উচ্চারণ

অক্ষর	আরবি	বাংলা	ইংরেজি	উর্দু-ফার্সী
ا	أَلِفْ	আলিফ	**Alif**	আলিফ
ب	بَاءْ	বাা	**Baa**	বে
ت/ة	تَاءْ	তাা	**Taa**	তে
ث	ثَاءْ	ছাা	**Thaa**	ছে
ج	جِيمْ	জীম	**Jiim**	জীম
ح	حَاءْ	হাা	**Haa**	হে
خ	خَاءْ	খ-	**Khaa**	খে
د	دَالْ	দাাল	**Daal**	দাাল
ذ	ذَالْ	যাাল	**Dhaal**	যাাল
ر	رَاءْ	র-	**Raa**	রে
ز	زَايْ	জ্বাাই	**Zaai**	জ্বে
س	سِينْ	সীন	**Siin**	সীন
ش	شِينْ	শীন	**Shiin**	শীন
ص	صَادْ	স্ব-দ	**Saad**	স্ব-দ
ض	ضَادْ	য-দ	**Dhaad**	য-দ

হরফ	আরবি	বাংলা	ইংরেজি	উর্দু-ফার্সী
ط	طَاءْ	ত্ব-	**Taa**	ত্বোই
ظ	ظَاءْ	য-	**Zaa**	যোই
ع	عَيْنْ	‘আইন	**Ayiin**	‘আইন
غ	غَيْنْ	গইন	**Gayiin**	গাইন
ف	فَاءْ	ফা	**Faa**	ফে
ق	قَافْ	ক্ব-ফ	**Qaaf**	ক্ব-ফ
ك	كَافْ	ক্যাফ	**Kaaf**	ক্যাফ
ل	لَامْ	ল্যাম	**Laam**	ল্যাম
م	مِيمْ	মীম	**Miim**	মীম
ن	نُونْ	নূন	**Nuun**	নূন
و	وَاوْ	ওয়াাও	**Waaw**	ওয়াাও
ه/ هـــ	هَاءْ	হ্যা	**Haa**	হে
ي	يَاءْ	ইয়া	**Yaa**	ইয়া

নোট:

১. আরবি ব্যঞ্জনবর্ণগুলো সঠিকভাবে জানার জন্য ৩টি জিনিস জরুরি:

(ক) প্রতিটি অক্ষরের সঠিক নাম জানা।

(খ) প্রতিটি অক্ষরের বিশুদ্ধ উচ্চারণ জানা।

(গ) অক্ষরগুলোর পরস্পরের মাঝের পার্থক্য জানা।

২. অক্ষরগুলোর পরস্পরের পার্থক্য দু'টি জিনিস দ্বারা করা হয়েছে:
(ক) আকৃতি ও রূপের দিক থেকে পার্থক্য। যেমন: ب ج غ ف ل ي
(খ) একই আকৃতির অক্ষরগুলো নোক্তা (ফোটা) ব্যবহার দ্বারা পার্থক্য। যেমন: بـ نـ تـ يـ جـ حـ خـ ثـ شـ

৩. আমাদের দেশে কিছুকাল আগে বা আজও কিছু সংখ্যক মানুষ আরবি অক্ষরগুলোর উচ্চারণ উর্দু-ফার্সী অক্ষরের মত করে থাকেন। আমরা এখানে আরবি উচ্চারণের পাশাপাশি উর্দু-ফার্সী উচ্চারণও তুলে ধরেছি যাতে করে পাঠক পার্থক্য করতে পারেন।

৪. আরবি অক্ষরের মধ্যে এই (خ ، ص ، ض غ ، ط ، ق ، ظ) সাতটি অক্ষরকে ইস্তে'য়ালার অক্ষর বলে। যার উচ্চারণ মোটা স্বরে গোল করে হবে। অনুরূপ (ر) হরফটি যখন ফাতহা আ-কারযুক্ত ও যম্মা উ-কারযুক্ত হবে তখন তাফখীম তথা মোটা স্বরে গোল করে উচ্চারণ করতে হবে। এগুলোর উচ্চারণ ফাতহাযুক্ত হলে গোল করে উচ্চারণের জন্য লিখতে ও পড়তে আ-কার (া) ছাড়াই হবে। তবে প্রয়োজনে ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। এ ছাড়া বাকি অক্ষরগুলো আ-কার (া) দ্বারা হবে। আর দীর্ঘ আ-কার (াা) যুক্ত হলে লম্বা ও গোল করে টেনে পড়ার জন্য হাইফেন (-) ব্যবহার করা হবে। আর বাকি অক্ষরগুলোকে লম্বা করে টেনে পড়ার জন্য দীর্ঘ আকার তথা দুই (াা) আকার [এ ধরণের ব্যবহার বাংলাতে নেই] ও ঈ-কার (ী) এবং ঊ-কার (ূ) ব্যবহার করা হয়েছে। 'আইন উচ্চারণের জন্য উল্টা (') কমাসহ ('য়) এবং সুকূন অবস্থার জন্য শুধুমাত্র উল্টা কমা ব্যবহার করা হবে। আর হামজার সুকূন অবস্থায় উচ্চারণের জন্য শুধু কমা (') ব্যবহার করা হবে।

বাংলা-ইংরেজি প্রতিবর্ণ

অক্ষর	বাংলা	ইংরেজি
ا	আ	A
ب	ব	B
ت	ত	T
ث	ছ	Th
ج	জ	J
ح	হ	H
خ	খ	Kh
د	দ	D
ذ	য	Dh
ر	র	R
ز	জ্ব	Z
س	স	S
ش	শ	Sh
ص	স্ব	S

অক্ষর	বাংলা	ইংরেজি
ض	য	**Dh**
ط	ত্ব	**T**
ظ	য	**Z**
ع	‘আ	**A**
غ	গ	**Gh**
ف	ফ	**F**
ق	ক্ব	**Q**
ك	ক	**K**
ل	ল	**L**
م	ম	**M**
ن	ন	**N**
و	ব	**W**
ه/هـ	হ	**H**
ء	আ	**A**
ي	য়	**Y**

নোট:

আরবি অক্ষরগুলোর অন্য কোন ভাষায় সঠিকভাবে হুবহু উচ্চারণ করা বড় কঠিন কাজ; কারণ আরবি অক্ষরগুলোর মাখরাজ (উচ্চারণস্থলের) সাথে অন্য ভাষার উচ্চারণস্থলের মিল কম। আর কিছু এমনও আছে যার প্রতিবর্ণ নাই।

তাই বিশুদ্ধ উচ্চারণ শেখার জন্য প্রয়োজন ভাল আলেম বা কারি ও হাফেজ সাহেবদের। ঘরে বসে সঠিক উচ্চারণ শিখার জন্য পাঠ্য বইয়ের সাথে আপনাদের জন্য শিক্ষক হিসাবে উপহার থাকবে মূল্যবান একটি সিডি। সিডিতে দেয়া পদ্ধতি অনুসরণ করলে যে কেউ বাড়িতে বসেবসে আরবি অক্ষরের (আল্লাহ চাহে) বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখতে পারবেন। আর সঠিকভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারবেন বলে আমরা আশাবাদী।

অনুশীলনী

(ক) কাছাকাছি আকৃতির আরবি অক্ষরঃ

ج	ث	ت	ب
ذ	د	خ	ح
ش	س	ز	ر
ظ	ط	ض	ص
ف	ن	غ	ع
ك	و	ة	ق
هـــ ههه ههه ه		م	ل
ء أ إ		ى	ي

অনুশীলনী

(খ) নোক্‌তাযুক্ত অক্ষরসমূহ:

ج	ث	ت - ة	ب
ش	ز	ذ	خ
ف	غ	ظ	ض
	ي	ن	ق
بتـــثـــشجخذ ضظـــغـــفـــقـــنـــيـــزة			

নোট:

১. কিছু অক্ষর এক নোক্‌তাযুক্ত। আবার কিছু দুই নোক্‌তা আর কিছু তিন নোক্‌তাযুক্ত।

২. কিছু অক্ষরের উপরে নোক্‌তা আবার কিছু অক্ষরের নিচে নোক্‌তা।

৩. নোক্‌তা দ্বারাই একই আকৃতির অক্ষরের মাঝে পার্থক্য করা হয়।

৪. নোক্‌তাযুক্ত অক্ষরগুলোকে "হুরূফে মানকূতাহ্‌" আর নোক্‌তামুক্ত অক্ষরসমূহকে "হুরূফে মুহ্‌মালাহ্‌" বলা হয়।

৫. (ت- ة - ـة) তা দু'প্রকার:

(ক) (ت) "তা" মাফতূহা তথা লম্বা তা। ইহা ওয়াস্‌ল (মিলিয়ে পড়ার সময়) ও ওয়াক্‌ফ (থামার সময়) উভয় অবস্থায় ''তা'' উচ্চারিত হবে।

(খ) (ة) “তা” মারবূতা তথা গোল তা। ইহা ওয়াস্‌ল তথা মিলিয়ে পড়ার সময় (ة) তা পড়তে হবে এবং ওয়াক্‌ফের সময় হা (ه)। ইহা সর্বদা নাম-বিশেষ্যের শেষে হয়। যেমন: شَجَرَةٌ (শাজারাতুন) শব্দটি মিলিয়ে না পড়ে যদি ওয়াক্‌ফ করা হয়, তাহলে তাকে হা করে (শাজারাহ্) পড়তে হবে।

অনুশীলনী

(গ) নোক্‌তাযুক্ত অক্ষরসমূহ:

غـ	فـ	نـ	بـ
ز	ذ	خـ	جـ
يـ	تـ	ظـ	ضـ
	شـ	ثـ	قـ

অনুশীলনী

(ঘ) নোক্‌তা ছাড়া অক্ষরসমূহঃ

ر	د	ح	ا
ع	ط	ص	س
و	م	ل	ك
		ء	ه/ هــ
احسصطــعكلمهــــئــــورد			

অনুশীলনী

(ঙ) খালি ঘর পূরণ করুন:

	ت		ا
	خ		ج
س	ز		ذ
ط		ص	
ف		ع	
	ل		ق
	ه ـ هـ ـهـ ـه		ن

অনুশীলনী

(চ) নোক্‌তা যুক্ত করুনঃ

ٮ	ٮ	ٮ	ا
د	ح	ح	ح
س	ر	ر	د
ط	ص	ص	س
ڡ	ع	ع	ط
م	ل	ك	ٯ
ى	ه/ھـ	و	ں
ٮــٮــحــحــسـصـطـعــڡــڡــدر			

অনুশীলনী

(ছ) আরবি অক্ষরসমূহ ক্রমানুসারে লিখুনঃ

অনুশীলনী

(জ) এ আয়াতটিতে কুরআন পড়ার জন্য ২৮টি আরবি ব্যঞ্জনবর্ণ উল্লেখ হয়েছে, চিহ্নিত করে নিচে আলিফ হতে ইয়া পর্যন্ত ক্রমানুসারে লিখুনঃ

- + *) (' & % # " ! [

9 8 7 6 4 3 2 1 0 / .

F E D C B @ ? > = ; :

O N M L K J I H G

Z Y X W V U T S Q P

[সূরা ফাত্হ: ২৯]٢٧ :الفتح Z] \ [

অনুশীলনী

(ঝ) উল্লেখিত আয়াতটিতে ব্যঞ্জনবর্ণকে পড়ার জন্য ৩টি হ্রস্ব স্বরবর্ণ ও ৩টি দীর্ঘ স্বরবর্ণ এবং ৩টি স্বরধ্বনি তথা হস্ চিহ্ন, দ্বিত্ব চিহ্ন ও তানবীন সবই উল্লেখ হয়েছে, এগুলোকে চিহ্নিত করে নিম্নে লিখুন।

নাম	স্বর বা চিহ্ন	নাম	স্বর বা চিহ্ন
ফাতহা (আ-কার)		কাসরা (ই-কার)	
যম্মা (উ-কার)		যম্মা তবীলাহ (দীর্ঘ আ-কার)	
ঈ-কার		ঊ-কার	
হস্ চিহ্ন		দ্বিত্ব চিহ্ন	
ফাতহা তানবীন		কাসরা তানবীন	
যম্মা তানবীন			

অনুশীলনী

স্থানভেদে প্রতিটি অক্ষরের রূপ-আকৃতি:

হরফ	শুরুতে	যেমন	মধ্যখানে	যেমন	শেষে	যেমন
ء	أ	أَمَلَ	ـأ	يَأْتِي	ـلأ	أَمْـلأَ
ب	بـ	بَابٌ	ـبـ	سَبُّـورَةٌ	ـب	مُجِيـبٌ
ت	تـ	تَـوْبَةٌ	ـتـ	فِـتْنَةٌ	ـت	بَـيْـتٌ
ث	ثـ	ثَـوْبٌ	ـثـ	مَنْـثُورٌ	ـث	ثُـلُـثٌ
ج	جـ	جُـنُودٌ	ـجـ	يُـجِيبُ	ـج	حَـجَّ
ح	حـ	حُـبٌّ	ـحـ	نَـحْـنُ	ـح	صَحِيحٌ
خ	خـ	خُـبْزٌ	ـخـ	سَـخِيٌّ	ـخ	مُـخٌّ
د	د	دَعْوَةٌ	ـد	بَـدْرٌ	ـد	جَدِيدٌ
ذ	ذ	ذَوْقٌ	ـذ	كَـذِبٌ	ـذ	أَنْـقَـذَ
ر	ر	رِحْلَةٌ	ـر	مَـرِيضٌ	ـر	مُدِيـرٌ
ز	ز	زُهُورٌ	ـز	عَـزِيمٌ	ـز	عَزِيـزٌ
س	سـ	سَـبْعَةٌ	ـسـ	مُـسْلِمٌ	ـس	شَمْـسٌ
ش	شـ	شُـعُورٌ	ـشـ	بَـشِـيرٌ	ـش	مِشْمِشٌ
ص	صـ	صَـبْرٌ	ـصـ	بَـصِـيرٌ	ـص	لِـصٌّ
ض	ضـ	ضَـمِيرٌ	ـضـ	غَضِـبَ	ـض	بُغْـضٌ
ط	طـ	طَـبُورٌ	ـطـ	خَطِـيرٌ	ـط	قِـطٌّ
ظ	ظـ	ظِـلٌّ	ـظـ	عَظِـيمٌ	ـظ	حَفِيـظٌ
ع	عـ	عِـيدٌ	ـعـ	سَـعِيدٌ	ـع	مُتَوَاضِعٌ

হরফ	শুরুতে	যেমন	মধ্যখানে	যেমন	শেষে	যেমন
غ	غـــ	غُـــرْفَةٌ	ـــغـــ	يَـــغِـــيظُ	ـــغ	صُبْـــغٌ
ف	فـــ	فُـــرُوقٌ	ـــفـــ	صُفُوفٌ	ـــف	عَفِيـــفٌ
ق	قـــ	قُـــرْآنٌ	ـــقـــ	اِسْتَيْقَظَ	ـــق	شَقِيـــقٌ
ك	كـــ	كَـــفِيلٌ	ـــكـــ	عَلَيْكُـــمْ	ـــك	رَكِيكٌ
ل	لـــ	لَـــوْنٌ	ـــلـــ	عُـــلُـــومٌ	ـــل	جَمِيـــلٌ
م	مـــ	مَـــرْحَبًا	ـــمـــ	فَـــمَـــنْ	ـــم	سَلِيـــمٌ
ن	نـــ	نَـــعِيمٌ	ـــنـــ	كُنْـــتُمْ	ـــن	خَاشِعِينَ
هـ	هـــ	هِـــلاَلٌ	ـــهـــ	شُهُـــودٌ	ـــه	هِجْرَتُـــهُ
و	و	وَرُودٌ	ـــو	يَـــوْمَ	ـــو	يَدْعُـــو
ي	يـــ	يُـــحْيِي	ـــيـــ	يَسِـــيـــرٌ	ـــى ـــي	حَتَّى تَحْتِي

নোট:

ব্যবহারের স্থানভেদে অক্ষরের আকৃতি ও রূপ পরিবর্তন হয়। একই অক্ষর শব্দের শুরুতে হলে একরূপ। আবার শব্দের মধ্যখানে বা শেষে হলে অন্যরূপ। যার ফলে অক্ষর চিনতে বড় ধরণের সমস্যা দেখা দেয়। উক্ত সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য উপরে প্রতিটি অক্ষর শব্দের শুরুতে, মধ্যে ও শেষে ব্যবহার করে দেখানো হলো। অক্ষরের বিভিন্নরূপ সঠিকভাবে জানার জন্য মনে-প্রাণে চেষ্টা করুন।

আরবি স্বরবর্ণ [Vowels]

নাম		আরবি স্বরবর্ণ	বাংলা প্রতি স্বরবর্ণ	ইংরেজি প্রতি স্বরবর্ণ
হারাকাত ক্বসীরাহ [হ্রস্ব স্বরবর্ণ] (Short Vowels)	ফাতহা ক্বসীরাহ	ـَــ	আ = া	A
	কাসরা ক্বসীরাহ	ـِــ	ই = ি	I
	যম্মা ক্বসীরাহ	ـُــ	উ = ু	U
হারাকাত তবীলাহ [দীর্ঘ স্বরবর্ণ] (Long Vowels)	ফাতহা ত্বীলাহ	ا + ـَ মাদের আলিফ	আআ =াা	aa
	কাসরা ত্বীলাহ	ي + ـِ মাদের ইয়া	ঈ = ী	II
	যম্মা ত্বীলাহ	و + ـُ মাদের ওয়াও	ঊ = ূ	uu

মাদের অক্ষর তিনটি: ওয়াও, আলিফ ও ইয়া। এগুলো মাদের অক্ষর হওয়ার জন্য শর্ত ২টি: (১) হারাকাত (স্বরবর্ণ) ও স্বরধ্বনি মুক্ত হওয়া। যদি হারাকাত বা স্বরধ্বনিযুক্ত হয়, তবে মাদের অক্ষর হবে না। (২) [ا + ـَـ] আ-কারের সাথে আলিফ, [ى + ـِـ] ই-কারের সাথে ইয়া ও [و + ـُـ] উ-কারের সাথে ওয়াও হতে হবে। আর যদি ওয়াও এবং ইয়ার পূর্বে ফাতহা (ـَـ) আ-কার হয়, তখন তাকে “লীনের হরফ” বলা হবে।

আরবি স্বরধ্বনি

	আওয়াজ	আরবি স্বরধ্বনি	বাংলা প্রতিস্বর	ইংরেজি প্রতিস্বর
তানবীন NUNATION	ফাতহা তানবীন নূন সাকিন: نْ	ً ً	আন্	An
	কাসরা তানবীন নূন সাকিন: نْ	ٍ ٍ	ইন্	In
	যম্মা তানবীন নূন সাকিন: نْ	ٌ ٌ ٌ	উন্	un
সুকূন **ABSENCE OF VOWEL**		ْ ْ ْ	হস্ চিহ্ন (্)	
তাশদীদ-শাদ্দাহ **DOUBLED CONSONANT**		ّ ّ	দ্বিত্ব চিহ্ন	

হারাকাত ক্বসীরাহ ও হারাকাত ত্বীলাহ
(হ্রস্ব স্বরবর্ণ ও দীর্ঘ স্বরবর্ণ)

আরবিতে হারাকাত তথা স্বরবর্ণ তিনটি:

ফাতহা	কাসরা	যম্মা
ـــَـــ	ـــِـــ	ـــُـــ

এগুলো আবার প্রতিটি দুই প্রকার: ক্বসীরাহ (হ্রস্ব) ও ত্বীলাহ (দীর্ঘ)

(হারাকাত ক্বসীরাহ) হ্রস্ব স্বরবণ		(হারাকাত ত্বীলাহ) দীর্ঘ স্বরবর্ণ	
১	(ফাতহা ক্বসীরাহ) (া) আ-কার	১	(ফাতহা ত্বীলাহ) (াা) দীর্ঘ আ-কার
২	(কাসরা ক্বসীরাহ) (ি) ই-কার	২	(কাসরা ত্বীলাহ) (ী) ঈ-কার
৩	(যম্মা ক্বসীরাহ) (ু) উ-কার	৩	(যম্মা ত্বীলাহ) (ূ) ঊ-কার

হ্রস্ব স্বরবর্ণ তিনটি

প্রথমতঃ (ـَــ) (ফাতহা ক্বসীরাহ) (া) আ-কারঃ

"ফাতহা" অর্থ খুলে যাওয়া। ফাতহাকে এ জন্যে ফাতহা বলা হয় যে, এ (ـَــ া) স্বরবর্ণটি উচ্চারণের সময় ঠোঁট দু'টি সামনের দিকে খুলে যায়। আর "ক্বসীরাহ" অর্থ ছোট বা অদীর্ঘ ও খাট। সুতরাং, "ফাতহা ক্বসীরাহ"-এর অর্থ হলোঃ যে (ـَــ া) টি ছোট করে (না টেনে) পড়তে হয়। ইহা বাংলায় আ-কারের (া) মত উচ্চারিত হবে। ফাতহা যে হরফের উপর হয় তাকে "মাফতূহ" তথা আ-কারযুক্ত হরফ বলে। আরবি অক্ষরের মধ্যে এই (خ ، ص ، ض غ ، ط ، ق ، ظ.) সাতটি অক্ষরকে ইস্তে'য়ালার অক্ষর বলে। যার উচ্চারণ মোটা স্বরে গোল করে হবে। অনুরূপ (ر) হরফটি যখন ফাতহা (া) যুক্ত হবে তখন তাফখীম তথা মোটা স্বরে গোল করে উচ্চারণ করতে হবে। এগুলোর উচ্চারণ ফাতহা (া) যুক্ত হলে আ-কার (া) ছাড়াই হবে।

[উর্দু-ফার্সীতে ফাতহাকে জবর বলে। জবর অর্থ উপরে, ইহা হরফের উপরে থাকে বলে জবর বলা হয়।]

উদাহরণ

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
كَتَبَ	কাতাবা	ذَهَبَ	যাহাবা
أَمَرَ	আমারা	فَـــتَحَ	ফাতাহা
أَكَلَ	আকালা	جَبَلَ	জাবালা

অনুশীলনী

ফাতহা ক্বসীরাহযুক্ত হরফগুলোর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
كَرُمَ		أَذِنَ	
فَهِمَ		لَمَعَ	
دَخَلَ		خَرَجَ	

ফাতহা ক্বসীরাহ তথা আ-কার (া)-দ্বারা অনুশীলনী

خَ	حَ	جَ	ثَ	تَ	بَ	أَ
খ	হা	জা	ছা	তা	বা	আ
صَ	شَ	سَ	زَ	رَ	ذَ	دَ
স্ব	শা	সা	জ্বা	র	যা	দা
قَ	فَ	غَ	عَ	ظَ	طَ	ضَ
ক্ব	ফা	গ	‘য়া	য	ত্ব	য
يَ	هَ	وَ	نَ	مَ	لَ	كَ
ইয়া	হা	ওয়া	না	মা	লা	কা

নোটঃ

১. ফাতহা (ـَـ া) যুক্ত হরফকে পড়ার সময় যেন টান লম্বা না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আর একবার বানান করে ও দ্বিতিয়বার বানান ছাড়া আ, বা, তা, ছা --- এভাবে পড়তে হবে।

২. বানান করে পড়ার নিয়মঃ

বাংলাঃ হামজা (া) আ-কার (আ) বা (া) আ-কার (বা) তা (া) আ-কার (তা) -----।

আরবিঃ হামজা ফাতহা (আ) বা ফাতহা (বা) তা ফাতহা (তা)-------।

দ্বিতীয়তঃ (___) (কাসরা ক্বসীরাহ) ই-কার (ি):

কাসরা অর্থ ভেঙ্গে যাওয়া। কাসরাকে এ জন্যে কাসরা বলা হয় যে, এ (___ ি) স্বরবর্ণটি উচ্চারণের সময় নিচের ঠোঁটটি নিচের দিকে ভেঙ্গে আসে। অতএব "কাসরা ক্বসীরাহ" হলোঃ যে (____ ি) টি উচ্চারণের সময় নিচের ঠোঁটটি নিচের দিকে ভেঙ্গে যায় এবং না টেনে পড়তে হয়। ইহা বাংলায় ই-কারের (ি) মত উচ্চারিত হবে। অনেকেই এর উচ্চারণ একার (ে)-এর মত করে থাকেন যা বহুল প্রচলিত ভুল। একারের ব্যবহার উর্দু-ফার্সী ভাষাতে থাকলেও আরবিতে নেই।

কুরআনের মাত্র একবার সূরা হুদের ৪১ নং আয়াতে (C) ''মাজরেহা'' শব্দটির আলিফকে 'ইমালা' করে পড়ার জন্য (ে) এ-কারের মত পড়তে হবে।

ইমালা হলোঃ আলিফকে 'ইয়া'মুখী এবং ফাতহাকে কাসরামুখী করে পড়ার নাম ইমালা। কাসরা যে হরফের নিচে হয় তাকে "মাকসূর" তথা কাসরাযুক্ত হরফ বলে।

[উর্দু-ফার্সীতে কাসরাকে যের বলে। যের অর্থ নিচে, ইহা হরফের নিচে হয় তাই যের বলা হয়।]

উদাহরণ

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
قِدَمٌ	কিদামুন্	عِنَبٌ	‘য়িনাবুন্
عِوَجٌ	‘য়িওয়াজুন্	كِرَمٌ	কিরামুন্
رَكِبَ	রকিবা	فَهِمَ	ফাহিমা
نَدِمَ	নাদিমা	لَعِبَ	লা‘য়িবা

অনুশীলনী

কাসরা ক্বসীরাযুক্ত হরফগুলোর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
عَلِمَ		سَعِدَ	
سَمِعَ		مَنْطِقْ	
فَرِحَ		بَخِلَ	

কাসরা ক্বসীরাহ তথা ই-কার (ি)-দ্বারা অনুশীলনী

خِ	حِ	جِ	ثِ	تِ	بِ	إِ
খি	হি	জি	ছি	তি	বি	ই
صِ	شِ	سِ	زِ	رِ	ذِ	دِ
স্বি	শি	সি	জ্বি	রি	যি	দি
قِ	فِ	غِ	عِ	ظِ	طِ	ضِ
ক্বি	ফি	গি	’য়ি	যি	ত্বি	যি
يِ	هِ	وِ	نِ	مِ	لِ	كِ
ইয়ি	হি	বি	নি	মি	লি	কি

১. কাসরাকে (ি) (ে) এ-কার পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে। আর একবার বানান করে ও দ্বিতিয়বার বানান ছাড়া ই, বি, তি, ছি --- এভাবে পড়তে হবে।

২. বানান করে পড়ার নিয়মঃ

বাংলাঃ হামজা (ি) ই-কার (ই) বা (ি) ই-কার (বি) তা (ি) ই-কার (তি) -------।

আরবিঃ হামজা ফাতহা (আ) বা ফাতহা (বা) তা ফাতহা (তা)-------।

তৃতীয়তঃ (ـُـ) (যম্মা ক্বসীরাহ) উ-কার (ু):

যম্মা অর্থ মিলে যাওয়া। যম্মাকে যম্মা এ জন্যে বলা হয় যে, এ (ـُـ ু) স্বরবর্ণটি উচ্চারণের সময় ঠোট দু'টি সামনের দিকে গোল হয়ে মিলে যায়।

যে যম্মা না টেনে সাধারণ ভাবে ছোট করে পড়তে হয়। এর উচ্চারণ বাংলায় উকারের (ু) মত হবে। যম্মা যে হরফের উপরে হয় তাকে "মাযমূম" যম্মাযুক্ত হরফ বলে। অনেকেই এর উচ্চারণ ওকার (ে া)-এর মত করে থাকেন। ইহা একটি বড় ধরনের ভুল। উর্দু-ফারসীতে ওকার (ে া)-এর উচ্চারণ থাকলেও আরবিতে এর ব্যবহার নেই।

[উর্দু-ফারসীতে একে পেশ বলে। পেশ অর্থ সামনে, ইহা হরফের সামনে থাকে বলে পেশ বলা হয়।]

উদাহরণ

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
شَرُفَ	শারুফা	مُحِبٌّ	মুহিব্বুন্
زُفَرٌ	জুফারুন্	كَرُمَ	কারুমা
قُلْ	কুল্	حَسُنَ	হাসুনা
قُمْ	কুম্	صُمْ	স্বুম্

অনুশীলনী

যম্মা ক্বসীরাহযুক্ত হরফগুলোর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
مُذِلٌّ		مُعِزٌّ	
كُلْ		عُمَرُ	
عَظُمَ		ظُلْمٌ	

যম্মা ক্বসীরাহ তথা উ-কার (ُ)-দ্বারা অনুশীলনী

خُ	حُ	جُ	ثُ	تُ	بُ	أُ
খু	হু	জু	ছু	তু	বু	উ
صُ	شُ	سُ	زُ	رُ	ذُ	دُ
স্বু	শু	সু	জু	রু	যু	দু
قُ	فُ	غُ	عُ	ظُ	طُ	ضُ
কু	ফু	গু	‘য়ু	যু	তু	যু
يُ	هُـ	وُ	نُ	مُ	لُ	كُ
ইয়ু	হু	বু	নু	মু	লু	কু

১. যম্মা-উ-কার (ُ)কে (ে া) ওকার পড়া থেকে সাবধান থাকতে হবে। আর একবার বানান করে ও দ্বিতিয়বার বানান ছাড়া উ, বু , তু , ছু --- এভাবে পড়তে হবে।

২. বানান করে পড়ার নিয়মঃ

বাংলাঃ হামজা (ُ) উ, বা (ُ) বু , তা (ُ) তু ---------।

আরবিঃ হামজা যম্মা (উ) বা যম্মা (বু) তা যম্মা (তু) -------।

ফাতহা (ا), কাসরা (ـِ) ও যম্মা (ـُ) দ্বারা এক সাথে অনুশীলনী

ثَ ثِ ثُ	تَ تِ تُ	بَ بِ بُ	أَ إِ أُ
دَ دِ دُ	خَ خِ خُ	حَ حِ حُ	جَ جِ جُ
سَ سِ سُ	زَ زِ زُ	رَ رِ رُ	ذَ ذِ ذُ
طَ طِ طُ	ضَ ضِ ضُ	صَ صِ صُ	شَ شِ شُ
فَ فِ فُ	غَ غِ غُ	عَ عِ عُ	ظَ ظِ ظُ
مَ مِ مُ	لَ لِ لُ	كَ كِ كُ	قَ قِ قُ
يَ يِ يُ	وَ وِ وُ	هَ هِ هُ-ةَ ةِ ةُ	نَ نِ نُ

১. বানান করার নিয়ম হলোঃ

বাংলাঃ হামজা (া) আ-কার (আ), হামজা (ি) ই-কার (ই), হামজা (ু) উ-কার (উ) = আ ই উ -------।

আরবিঃ হামজা ফাতহা (আ) হামজা কাসরা (ই) হামজা যম্মা (উ) = আ ই উ-------।

২. একবার বানান করে ও দ্বিতিয়বার বানান ছাড়া আ ই উ, বা বি বু, তা তি তু, ছা ছি ছু --- এভাবে পড়বে।

দীর্ঘ স্বরবর্ণ তিনটি

১. (ا + ــَـ) (ফাতহা ত্বীলাহ্) দীর্ঘ আকার (াা):

"ত্বীলাহ" অর্থ লম্বা বা দীর্ঘ। ফাতহা ক্বসীরাকে একটু দীর্ঘ করে টেনে পড়াই হলো "ফাতহা ত্বীলাহ" তথা দীর্ঘ আ-কার। বাংলায় দীর্ঘ আ-কার (াা) এভাবে হবে। এ ধরণের ব্যবহার বাংলা ভাষাতে নেই। এর জন্য শর্ত হলো: "মাফতূহ" তথা ফাতহাযুক্ত হরফের পরে মাদের আলিফ হতে হবে। "মাদের আলিফ" হারাকাত (স্বরবর্ণ) ও স্বরধ্বনি মুক্ত আলিফকে বলে। আরবি কুরআনে কোন কোন স্থানে অক্ষরের উপর

ফাতহার সাথে একটি ছোট আলিফ লিখা হয়। যেমন: (

ফাতহা ত্বীলাহ দীর্ঘ আ-কার (াা)-এর ন্যায় উচ্চারিত হবে। ইহা দুই হারাকাত তথা এক আলিফ বরাবর টেনে পড়তে হবে।
[উর্দু-ফার্সীতে কোন কোন স্থানে মাদের আফিলের পরিবর্তে খাড়া যবর ব্যবহার করা হয়। আরবিতে এ ধরণের ব্যবহার নেই।]

উদাহরণ

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	মব্দ	বাংলা উচ্চারণ
كَاتِبٌ	কাাতিবুন্	ذَاهِبٌ	যাাহিবুন্
#	আররহ্মাানি	%	আস্স্ব–লিহাাতি

ফাতহা ত্ববীলাহ–দীর্ঘ আ-কার (া া)-দ্বারা অনুশীলনী

خَا	حَا	جَا	ثَا	تَا	بَا	ءَا
খ-	হাা	জাা	ছাা	তাা	বাা	আা
صَا	شَا	سَا	زَا	رَا	ذَا	دَا
স্ব-	শাা	সাা	জাা	র-	যাা	দাা
قَا	فَا	غَا	عَا	ظَا	طَا	ضَا
ক্ব-	ফাা	গ-	‘আা	য-	ত্ব-	য-
يَا	هَـــا	وَا	نَا	مَا	لاَ	كَا
ইয়াা	হাা	ওয়াা	নাা	মাা	লাা	কাা

১. ইস্তি‘য়ালার এ (خ ص ض غ ط ق ظ) ৭টি হরফ ও ر -এর দীর্ঘ আকারকে টেনে পড়ার জন্য হাইফেন (-) ব্যবহার করা হয়েছে। আর বাকি হরফের জন্য (াা) আকার ব্যবহার করা হয়েছে।

২. একবার বানান করে ও দ্বিতিয়বার বানান ছাড়া পড়তে হবে।

৩. বানান করার নিয়মঃ

বাংলাঃ হামজা দীর্ঘ আ-কার= আা, বা দীর্ঘ=বাা, তা দীর্ঘ=তাা-------।

আরবিঃ হামজা আলিফ ফাতহা=আা, বা আলিফ ফাতহা=বাা, তা আলিফ=তাা-----।

অনুশীলনী

ফাতহা ত্ববীলাহযুক্ত হরফগুলোর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
سَلَامٌ		إِخْرَاجٌ	
مُسَافِرٌ		اِبْـــتِسَامٌ	
(		أَصْحَابُ	

২. (ي + ـــِـ) (কাসরা ত্ববীলাহ) ঈ-কার (ী):

কাসরা ক্বসীরাকে একটু দীর্ঘ করে টেনে পড়াই হলো "কাসরা ত্ববীলাহ। এর জন্য শর্ত হলো "মাকসূর" তথা কাসরাযুক্ত হরফের পরে মাদের ইয়া হতে হবে। "মাদের ইয়া" হারাকাত (স্বরবর্ণ) ও স্বরধ্বনি মুক্ত ইয়াকে বলে। কাসরা ক্বসীরার উচ্চারণ ঈ-কারের (ী) ন্যায় লম্বা করে টেনে হবে। ইহা দুই হারাকাত (এক আলিফ) বরাবর টেনে পড়তে হবে।

উদাহরণ

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
رَبِيعٌ	র–বী'উন্	بَصِيـــرٌ	বাসীরুন্
بَخِيلٌ	বাখীলুন্	سَمِيعٌ	সামী'উন্
سَعِيدٌ	সা'য়ীদুন্	كَرِيمٌ	কারীমুন্
دَاعِي	দাা'য়ী	قَاضِي	ক্ব–যী

কাসরা ত্বীলাহ্ তথা ঈ-কার (ী) দ্বারা অনুশীলনী

خِى	حِى	جِى	ثِى	تِى	بِى	ئِى
খী	হী	জী	ছী	তী	বী	ঈ
صِى	شِى	سِى	زِى	رِى	ذِى	دِى
স্বী	শী	সী	জী	রী	যী	দী
قِى	فِى	غِى	عِى	ظِى	طِى	ضِى
ক্বী	ফী	গী	‘য়ী	যী	ত্বী	যী
يِى	هِى	وِى	نِى	مِى	لِى	كِى
ইয়ী	হী	বী	নী	মী	লী	কী

১. বানান করে পড়ার নিয়মঃ

বাংলাঃ হামজা ঈ-কার=ঈ, বা ঈ-কার=বী, তা ঈ-কার=তী,------ ।

আরবিঃ হামজা ইয়া কাসরা=ঈ, বা কাসরা ইয়া=বী, তা কাসরা ইয়া= তী---------- ।

২. দীর্ঘ ঈ-কারের মত টেনে পড়বে। একবার বানান করে ও দ্বিতিয়বার বানান ছাড়া পড়তে হবে।

অনুশীলনী

কাসরা ত্ববীলাহযুক্ত হরফগুলোর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
قَلِيلٌ		فِي	
كَثِيرٌ		لِي	
حَبِيبٌ		قَدِيرٌ	

৩. (و + ــُــ) (যম্মা ত্ববীলা) ঊ-কার (ৃ):

যে যম্মা লম্বা করে টেনে পড়া হয় তাকে যম্মা ত্ববীলাহ বলে। এর জন্য শর্ত "মাযমূম" তথা যম্মাযুক্ত হরফের পরে মাদের ওয়াও হতে হবে। "মাদের ওয়াও" হারাকাত (স্বরবর্ণ) ও স্বরধ্বনি মুক্ত ওয়াওকে বলে। যম্মা ত্ববীলাহ ঊ-কারের (ৃ) ন্যায় লম্বা করে টেনে পড়তে হবে। একে দুই হারাকাত (এক আলিফ) বরাবর টেনে পড়তে হবে।

উদাহরণ

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
سُوقٌ	সূকুন্	حَافِظُونَ	হাাফিযূনা
كَافِرُونَ	কাাফিরূনা	قُرُونٌ	কুরূনুন্

যম্মা ত্বীলাহ্ উ-কার (ُو)-দ্বারা অনুশীলনী

خُو	حُو	جُو	ثُو	تُو	بُو	أُو
খূ	হূ	জূ	ছূ	তূ	বূ	ঊ
صُو	شُو	سُو	زُو	رُو	ذُو	دُو
স্বূ	শূ	সূ	জূ	রূ	যূ	দূ
قُو	فُو	غُو	عُو	ظُو	طُو	ضُو
কূ	ফূ	গূ	'ঊ	যূ	তূ	যূ
يُو	هُو	وُو	نُو	مُو	لُو	كُو
ইয়ূ	হূ	বূ	নূ	মূ	লূ	কূ

১. ওয়াও হরফটি (ি, ী , ু ও ূ) বিশিষ্ট হলে ব ও ভ অক্ষরের মাঝামাঝি উচ্চারিত হবে। ভি, ভী, ভু ও ভূ উচ্চারণ করা ঠিক না।

২. আমাদের দেশীয় কুরআনে মাদের ইয়া ও ওয়াও-এর উপরে সুকূন ব্যবহার করা হয়, যা আরবি ব্যাকরণ একটি ভুল।

৩. বানান করে পড়ার নিয়মঃ

বাংলাঃ হামজা ঊ-কার=ঊ, বা ঊ-কার= বূ, তা (ُو) ঊ-কার= তূ, ----।

আরবিঃ হামজা ওয়াও যম্মা=ঊ, বা ওয়াও যম্মা= বূ, তা ওয়াও যম্মা= তূ---।

৪. একবার বানান করে ও দ্বিতিয়বার বানান ছাড়া পড়তে হবে।

অনুশীলনী

যম্মা ত্ববীলাহযুক্ত হরফগুলোর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
يُنْصَرُونَ		يَكْـــتُبُونَ	
تَعْبُدُونَ		يَأْمُرُونَ	

অনুশীলনী

হ্রস্ব [ক্বসীরাহ] ও দীর্ঘ [ত্ববীলাহ] স্বরবর্ণ চিহ্নিত করে সঠিক উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
كُتِبَ		نُصِرَ		قُتِلَ	
i		ءَاتُونِى		أُوذِينَا	

স্বরধ্বনি তিনটি

আরবি ভাষায় যেমন স্বরবর্ণ আছে তেমনি আছে ৩টি স্বরধ্বনি। এগুলো স্বরবর্ণের মত ব্যঞ্জনবর্ণকে উচ্চারণ করতে সাহায্য করে।

(এক) সকূন (ْ ۡ ْ) হস্-হসন্ত চিহ্ন (্)

হারাকাত না থাকলে কুকূন ব্যবহার হবে। সুকূন অর্থ স্থির হওয়া ও থেমে যাওয়া। সুকূনকে এ জন্য সুকূন বলা হয় যে, সুকূনযুক্ত হরফ উচ্চারণের সময় তার মাখরাজে (উচ্চারণস্থলে) আওয়াজ কিছুক্ষণের জন্য থেমে ও স্থির হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত পরের অক্ষরের মাখরাজে স্থানান্তর না হয়, ততক্ষণ সে অবস্থায় স্থির থাকে। যে হরফের উপর সুকূন হয় সে হরফকে “সাকিন” সুকূনযুক্ত হরফ বলে। যেমন : يَكْـــتُبُ শব্দটির ‘কাফ’ অক্ষরটি সাকিন তথা সুকূনযুক্ত যা উচ্চারণের সময় তার মাখরাজে আওয়াজ স্থির ও থেমে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত পরের অক্ষর ‘তা’ উচ্চারণের জন্য স্থানান্তর না হবে ততক্ষণ সে স্থানেই আওয়াজ স্থির রাখতে হবে। বাংলায় এর উচ্চারণ হস্ তথা হসন্ত (্)চিহ্নের মত হবে।

নোট:

সুকূনের নিজস্ব কোন আওয়াজ নেই তাই সুকূনযুক্ত হরফ তথা সাকিনকে তার পূর্বের হরফের হারাকাত দ্বারা মিলিয়ে পড়তে হবে। কিছু বই পত্রে হস্ চিহ্নকে জযম বলে। ইহা একটি ভুল; কারণ জযম বলে আরবি ব্যাকরণের শব্দের শেষে সুকূন হওয়াকে যা সুকূন ছাড়াও হতে পারে। আর স্বরচিহ্নটিকে বলে সুকূন যা শব্দের শেষে ও মাঝে হতে পারে।

এখানে তিন ধরণের সুকূনের চিহ্ন দেখানো হয়েছে। প্রথমটি উর্দু-ফার্সী ছাপা নিয়মের কুরআনের ব্যবহার করা হয়। আর দ্বিতীয়টি আরবি নিয়মে ছাড়া কুরআনে ব্যবহার করা য়। আর তৃতীয়টি কুরআন ছাড়া আরবি হাদীস বা দোয়া ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়। এছাড়া আরবি

কুরআনে “হরফে জায়েদ” তথা অতিরিক্ত হরফের উপরও গোলবৃত্ত আকারের (۟) এ চিহ্নটি যা সুকূনের মত দেখতে বসানো থাকে। এটাকে ভুল করে সুকূন মনে করবেন না। যেমন: h শব্দের শেষে আলিফের উপরের গোল চিহ্ন এটি সুকূন নয়। আরবি সুকূন (ْ) হা অক্ষরের মাথার মত।

উদাহরণ

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
يَذْهَبُ	ইয়ায্হাবু	يَكْتُبُونَ	ইয়াক্তুবূনা
يَشْهَدُ	ইয়াশ্হাদু	يَبْلُغُ	ইয়াব্লুগু

অনুশীলনী

সাকিনের নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
يَسْبَحُ		يَضْرِبُ	
يَظْهَرُ		يَمْكُرُ	

সুকূন (ْ) হস (্)-এর আ-কার (া) দ্বারা অনুশীলনী

أَخْ	أَحْ	أَجْ	أَثْ	أَتْ	أَبْ	أَءْ
আখ্	আহ্	আজ্	আছ্	আত্	আব্	আ’
أَصْ	أَشْ	أَسْ	أَزْ	أَرْ	أَذْ	أَدْ
আস্ব্	আশ্	আস্	আজ্	আর্	আয্	আদ্
أَقْ	أَفْ	أَغْ	أَعْ	أَظْ	أَطْ	أَضْ
আক্	আফ্	আগ্	আ‘	আয্	আত্	আয্
أَيْ	أَهْ	أَوْ	أَنْ	أَمْ	أَلْ	أَكْ
আয়্	আহ্	আও্	আন্	আম্	আল্	আক্

১. বানান করে পড়ার পদ্ধতি:

বাংলাঃ হামজা আ-কার (া) হামজা হস্ (্) আ’ , হামজা আ-কার (া) বা হস্ (্) আব্ , হামজা আ-কার (া) তা হস্ (্) আত্ ,---------।

আরবিঃ হামজা ফাতহা হামজা সূকূন আ’, হামজা ফাতহা বা সুকূন আব্, হামজা ফাতহা তা সুকূন আত্ ---------।

২. একবার বানান করে এবং দ্বিতিয়বার বানান ছাড়া পড়তে হবে।

সুকূন (ْ) হস (ِ) -এর ই-কার (ি) দ্বারা অনুশীলনী

إِخْ	إِحْ	إِجْ	إِثْ	إِتْ	إِبْ	إِءْ
ইখ্	ইহ্	ইজ্	ইছ্	ইত্	ইব্	ই’
إِصْ	إِشْ	إِسْ	إِزْ	إِرْ	إِذْ	إِدْ
ইস্ব্	ইশ্	ইস্	ইজ্	ইর্	ইয্	ইদ্
إِقْ	إِفْ	إِغْ	إِعْ	إِظْ	إِطْ	إِضْ
ইক্	ইফ্	ইগ্	ই‘	ইয্	ইত্	ইয্
إِيْ	إِهْ	إِوْ	إِنْ	إِمْ	إِلْ	إِكْ
ইয়্	ইহ্	ইও্	ইন্	ইম্	ইল্	ইক্

১. বানান করে পড়ার পদ্ধতি:
বাংলা: হামজা ই-কার হামজা হস্=ই’, হামজা ই-কার বা হস্=ইব্ , হামজা ই-কার তা হস্=ইত্ , --------- ।
আরবি: হামহা কাসরা হামজা সুকূন= ই’, হামজা কাসরা বা সুকূন= ইব্, হামজা কাসরা তা সুকূন= ইত্ ,----------- ।
২. একবার বানান করে এবং দ্বিতিয়বার বানান ছাড়া পড়তে হবে।

সুকূন (ْ) হস (্)-এর উ-কার (ُ) দ্বারা অনুশীলনী

أُخْ	أُحْ	أُجْ	أُثْ	أُتْ	أُبْ	أُءْ
উখ্	উহ্	উজ্	উছ্	উত্	উব্	উ’
أُصْ	أُشْ	أُسْ	أُزْ	أُرْ	أُذْ	أُدْ
উস্ব্	উশ্	উস্	উজ্	উর্	উয্	উদ্
أُقْ	أُفْ	أُغْ	أُعْ	أُظْ	أُطْ	أُضْ
উক্	উফ্	উগ্	উ‘	উয্	উত্	উয্
أُيْ	أُهْ	أُوْ	أُنْ	أُمْ	أُلْ	أُكْ
উয়্	উহ্	উও্	উন্	উম্	উল্	উক্

১. বানান করে পড়ার পদ্ধতি:

বাংলা: হামজা উ-কার হামজা হস্=উ’, হামজা উ-কার বা হস্=উব্ , হামজা উ-কার তা হস্=উত্ , --------- ।

আরবি: হামহা যম্মা হামজা সুকূন= উ’, হামজা যম্মা বা সুকূন= উব্, হামজা যম্মা তা সুকূন= উত্ ,----------- ।

২. একবার বানান করে এবং দ্বিতিয়বার বানান ছাড়া পড়তে হবে।

(দুই) তানবীনঃ

(نْ = ـــٌـ ، ـــٍـ ، ـــًـ)

নূনসাকিন তথা সুকূনযুক্ত নূনকে তানবীন বলে। ইহা দুই ফাতহা বা দুই কাসরা অথবা দুই যম্মার আকৃতিতে প্রকাশিত হয়। যে হরফে তানবীন হয় তাকে "মুনাওয়ান" বলে। তানবীনের যেমন আছে আওয়াজ তেমনি আছে আকৃতি ও রূপ।

(ক) তানবীনের আওয়াজঃ

বিশেষ্যের শেষে তানবীন তথা "নূনসাকিন (نْ)" অর্থাৎ সুকূনযুক্ত নূন হয়। এর আওয়াজে নূন সাকিন শূনা যায় কিন্তু দেখা যায় না। কারণ; নূন সাকিনকে বিলুপ্ত করে তার পূর্বের হরফের হারাকত অনুরূপ দ্বারা পরিবর্তন করে আগের হরফে ডবল দেখানো হয়। যেমনঃ (أَبٌ) শব্দটির (ب) বা অক্ষরটি তানবীনযুক্ত। যার উচ্চারণের সময় আওয়াজ (أَبُنْ) আবুন্ যার শেষে নূনসাকিন রয়েছে। নূন সাকিনকে বিলুপ্ত ক'রে তার পরিবর্তে পূর্বের হরফ বা-এর সদৃশ যম্মা দ্বারা পরিবর্তন করে দুইটি যম্মা বা-এর উপর যোগ করা হয়েছে। বা-এর একটি যম্মা বা অক্ষরের আর অপরটি হলো বিলুপ্ত করা নূন সাকিনের পরিবর্তে। অনুরূপ ফাতহার সময় (أَبًا)-এর আওয়াজ (أَبَــنْ) আবান্ এবং কাসরার সময় (أَبٍ)-এর আওয়াজ (أَبِنْ) আবিন্। তিন অবস্থাতেই নূন সাকিন রয়েছে যা আওয়াজে বুঝা যায় কিন্তু দেখা যায় না।

(খ) তানবীনের আকৃতি ও রূপঃ

বিশেষ্যের শেষে একই প্রকার আরো একটি বেশি হারাকাত। অর্থাৎ ফাতহার সঙ্গে আরো একটি ফাতহা ও কাসরার সাথে আরো একটি কাসরা এবং যম্মার সাথে আরো একটি যম্মা মিলানো। দুই ফাতহার তানবীনের সঙ্গে একটি অতিরিক্ত আলিফও যোগ হবে যা ওয়াক্ফের

সময় মাদে ‘ইওয়ায তথা দুই হারাকাত (এক আলিফ) বরাবর টেনে পড়তে হবে।

গোল তার সাথে ফাতহা তানবীনের সময় আলিফ যোগ হবে না যেমন: + কারণ; আলিফ হলে লম্বা তার সাথে সাদৃশ্য হয়ে পড়বে। অনুরূপ হামজার সাথেও আলিফ হবে না যেমন: ^ o ।কিন্তু যেসব শব্দে হামজার পূর্বে আলিফ নেই এমন কিছু শব্দে কুরআনে হামজার সাথে আলিফ ব্যবহার হয়েছে। যেমন: شَيْئًا W (هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

নোট:

তানবীন দুই ফাতহা দ্বারা হলে উচ্চারণ (আন্) ও দুই কাসরা দ্বারা হলে উচ্চারণ (ইন্) এবং দুই যম্মা দ্বারা হলে উচ্চারণ (উন্) হবে।

বাংলায় তানবীনের ব্যবহার না থাকার কারণে আমরা আরবি নাম গ্রহণ করেছি। ـً ফাতহা তানবীন, ـٍ কাসরা তানবীন ـٌ ও যম্মা তানবীন।

উদাহরণ

ফাতহা দ্বারা তানবীন

u t q o n q o j i f

ফাতহা তানবীন (ـــً) দ্বারা অনুশীলনী

خًا	حًا	جًا	ثًا	تًا	بًا	ءً
খন্	হান্	জান্	ছান্	তান্	বান্	আন্
صًا	شًا	سًا	زًا	رًا	ذًا	دًا
স্বন্	শান্	সান্	জ্বান্	রন্	যান্	দান্
قًا	فًا	غًا	عًا	ظًا	طًا	ضًا
ক্বন্	ফান্	গন্	‘য়ান্	যন্	ত্বন্	যন্
يًا	هًا	وًا	نًا	مًا	لًا	كًا
ইয়ান্	হান্	**ওয়ান্**	নান্	মান্	লান্	কান্

১. বানান করার পদ্ধতি:

বাংলা-আরবি:হামজা ফাতহা তানবীন=আন্, বা ফাতহা তানবীন=বান্।

২. আলিফটি অতিরিক্ত হওয়ার জন্য বানান করার সময় বলতে হবে না।

৩. একবার বানান করে এবং দ্বিতিয়বার বানান ছাড়া পড়তে হবে।

উদাহরণ

কাসরা দ্বারা তানবীন

بِضَنِينٍ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ { w u

কাসরা তানবীন (ـــٍ) দ্বারা অনুশীলনী

خٍ	حٍ	جٍ	ثٍ	تٍ	بٍ	إٍ
খিন্	হিন্	জিন্	ছিন্	তিন্	বিন্	ইন্
صٍ	شٍ	سٍ	زٍ	رٍ	ذٍ	دٍ
স্বিন্	শিন্	সিন্	জ্বিন্	রিন্	যিন্	দিন্
قٍ	فٍ	غٍ	عٍ	ظٍ	طٍ	ضٍ
ক্বিন্	ফিন্	গিন্	‘য়িন্	যিন্	ত্বিন্	যিন্
يٍ	هٍ	وٍ	نٍ	مٍ	لٍ	كٍ
ইয়ন্	হিন্	বিন্	নিন্	মিন্	লিন্	কিন্

১. বানান করার পদ্ধতি:

বাংলা-আরবি: হামজা কাসরা তানবীন=ইন্, বা কাসরা তানবীন=বিন্।

২. একবার বানান করে এবং দ্বিতিয়বার বানান ছাড়া পড়তে হবে।

উদাহরণ

যম্মা দ্বারা তানবীন

p o m l i h

যম্মার তানবীন (ـٌ) দ্বারা অনুশীলনী

خٌ	حٌ	جٌ	ثٌ	تٌ	بٌ	أٌ
খুন্	হুন্	জুন্	ছুন্	তুন্	বুন্	উন্
صٌ	شٌ	سٌ	زٌ	رٌ	ذٌ	دٌ
স্বুন্	শুন্	সুন্	জুন্	রুন্	যুন্	দুন্
قٌ	فٌ	غٌ	عٌ	ظٌ	طٌ	ضٌ
কুন্	ফুন্	গুন্	‘য়ুন্	যুন্	তুন্	যুন্
يٌ	هٌ	وٌ	نٌ	مٌ	لٌ	كٌ
ইয়ুন্	হুন্	বুন্	নুন্	মুন্	লুন্	কুন্

১. বানান করার পদ্ধতি:

বাংলা-আরবি: হামজা যম্মা তানবীন= উন্ বা যম্মা তানবীন=বুন্।

২. একবার বানান করে এবং দ্বিতিয়বার বানান ছাড়া পড়তে হবে।

৩. তানবীনের আওয়াজ শুধুমাত্র “ওয়াস্‌ল” অর্থাৎ মিলিয়ে পড়ার সময় হবে। আর “ওয়াক্‌ফ” অর্থাৎ বিরতির সময় বাদ পড়ে যাবে এবং সুকূন দ্বারা “ওয়াক্‌ফ” করতে হবে। তবে তার আকৃতি ও রূপ বাকি থাকবে।

(তিন) শাদ্দাহ-তাশদীদ (ـــّـ) দ্বিত্ব চিহ্ন

তাশদীদ হলো: অভিন্ন পাশাপাশি দু'টি হরফের প্রথমটি সাকিন (সুকূনযুক্ত) ও দ্বিতীয়টি মুতাহাররিক (হারাকাতযুক্ত) এ অবস্থায় প্রথম হরফটিকে দ্বিতীয় হরফের মধ্যে "ইদগাম" তথা প্রবেশ করানো। আর ঐ হরফের উপর তিন দাঁত বিশিষ্ট এ (ّ) দ্বিত্ব চিহ্নটি বসানোকে তাশদীদ এবং চিহ্নটিকে শাদ্দাহ বলে। ইহা ইদগাম তথা একত্রে মিলানোর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। যেমন: (قَدَّمَ) শব্দটি আসলে ছিল قَدْدَمَ এখানে দাল অভিন্ন দু'টি হরফ, যার প্রথমটি সাকিন আর দ্বিতীয়টি মুতাহাররিক। তাই প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির মধ্যে ইদগাম তথা প্রবেশ করানো হয়েছে এবং দালের উপর শদ্দাহ (দ্বিত্ব চিহ্ন) বসানো হয়েছে। যার ফলে শব্দটি এখন قَـــدَّمَ হয়েছে। যে হরফের উপর তাশদীদ হয় তাকে "মুশাদ্দাদ" তাশদীদযুক্ত হরফ বলে। তাশদীদযুক্ত অক্ষর দু'বার উচ্চারিত হবে। একবার আগের অক্ষরের হারাকাত দ্বারা আর দ্বিতীয়বার তার নিজস্ব হারাকাত দ্বারা।

নোট:

তাশদীদ শব্দের অর্থ কঠিন ও শক্ত করা। শাদ্দাহ ব্যবহার ফলে একটি হরফকে দুইবার উচ্চারণ করতে কঠিন লাগে, তাই তাকে তাশদীদ বলা হয়। আর চিহ্নটিকে শাদ্দাহ বলে যার অর্থ টান দেয়া; কারণ কোন হরফে শাদ্দাহ হলে পূর্বের হারাকাতকে টান দিয়ে নিয়ে আসে, যার ফলে মাঝের হরফগুলো পড়তে আসে না। "নূন" ও "মীম" অক্ষর শাদ্দাহযুক্ত হলে গুন্নাহ সহকারে পড়তে হয়। আওয়াজকে নাকের ভিতর বাজিয়ে পড়াকে গুন্নাহ বলে।

উদাহরণ

(ক) ফাতহা তথা আ-কার (া) দ্বারা শাদ্দাহ

إِنَّ	شَرَّفَ	أَمَّرَ	رَحَّبَ
صَدَّ	مَـــرَّ	تَـــقَـــدَّمَ	تَوَضَّـــأَ

(খ) ফাতহা তবীলাহ তথা দীর্ঘ আ-কার (াা) দ্বারা শাদ্দাহ

مَشَّاءٌ	قُدَّامٌ	عَلَّامٌ	وَهَّابٌ
تَرَدَّىٰ	تَزَكَّىٰ	هَمَّازٌ	حَلَّافٌ

ফাতহা তথা আ-কার (া) দ্বারা শাদ্দাহ (ـَّ)-এর অনুশীলনী

أَخَّ	أَحَّ	أَجَّ	أَثَّ	أَتَّ	أَبَّ	أَءَّ
আখ্খ-	আহ্হা	আজ্জা	আছ্ছা	আত্তা	আব্বা	আ'আ
أَصَّ	أَشَّ	أَسَّ	أَزَّ	أَرَّ	أَذَّ	أَدَّ
আস্স্ব-	আশ্শা	আস্সা	আজ্জ্বা	আর্র-	আয্যা	আদ্দা
أَقَّ	أَفَّ	أَغَّ	أَعَّ	أَظَّ	أَطَّ	أَضَّ
আক্ক-	আফ্ফা	আগ্গ-	আ''য়া	আয্য-	আত্ত-	আয্য-
أَيَّ	أَهَّ	أَوَّ	أَنَّ	أَمَّ	أَلَّ	أَكَّ
আয়্ইয়া	আহ্হা	**আওওয়া**	আন্না	আম্মা	আল্লা	আক্কা

১. বানান করার পদ্ধতি:

বাংলা: হামজা আ-কার-হামজা দ্বিত্ব চিহ্ন=আ', হামজা আ-কার=আ (আ'আ), হামজা আ-কার- বা দ্বিত্ব চিহ্ন=আব্ , বা আ-কার=বা, (আব্বা),------------- ।

আরবি: হামজা ফাতহা-হামজা শাদ্দাহ=আ', হামজা ফাতহা= আ (আ'আ), হামজা ফাতহা-বা শাদ্দাহ=আব্ ,বা ফাতহা বা=(আব্বা)--- ।

২. একবার বানান করে এবং দ্বিতিয়বার বানান ছাড়া অনশীলন করতে হবে। আর প্রয়োজনে এর বেশিও করা জরুরি।

অনুশীলনী

নিচের আয়াতগুলোতে আ-কার (ا) ও দীর্ঘ আ-কার (اا)-এর শাদ্দাহকে চিহ্নিত করুন:

M وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٖ ´ µ ¶ ¸ لِّلۡخَيۡرِ مُعۡتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ L القلم: ١٠ - ١٢

উদাহরণ

(ক) কাসরা তথা ই-কার (ি) দ্বারা শাদ্দাহ

دُرِّيٌّ	Z	#	+
يُؤَيِّـــدُ	هَـــيِّنٌ	مَـــيِّتٌ	يُدَبِّـــرُ

(খ) কাসরা তহীলাহ তথা ঈ-কার (ী) দ্বারা শাদ্দাহ

s	ٱلرِّيحُ	0	!
مِنِّـــى	عَمِّـــي	إِنِّـــي	جَـــدِّي

নোট: ফাতহার সাথে শাদ্দাহ সর্বদা অক্ষরের উপরেই লেখা হয়। আর কুরআনে কাসরার সাথে শাদ্দাহ লেখার সময় কাসরা অক্ষরের নিচে লেখা হয়। কিন্তু আরবি লেখার সময় কখনো শাদ্দাহ অক্ষরের উপরে লিখে তারই নিচে কাসরা দেওয়া হয়। এ অবস্থায় কাসরাকে ভুল করে যেন ফাতহা মনে না করা হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

কাসরা তথা ই-কার (ি) দ্বারা শাদ্দাহ (ـِّ)-এর অনুশীলনী

إِخِّ	إِحِّ	إِجِّ	إِثِّ	إِتِّ	إِبِّ	إِءِّ
ইখ্খি	ইহ্হি	ইজ্জি	ইছ্ছি	ইত্তি	ইব্বি	ই’ই
إِصِّ	إِشِّ	إِسِّ	إِزِّ	إِرِّ	إِذِّ	إِدِّ
ইস্স্বি	ইশ্শি	ইস্সি	ইজ্জ্বি	ইর্রি	ইয্যি	ইদ্দি
إِقِّ	إِفِّ	إِغِّ	إِعِّ	إِظِّ	إِطِّ	إِضِّ
ইক্কি	ইফ্ফি	ইগ্গি	ই‘’য়ি	ইয্যি	ইত্তি	ইয্যি
إِيِّ	إِهِّ	إِوِّ	إِنِّ	إِمِّ	إِلِّ	إِكِّ
ইইয়ি	ইহ্হি	ইওবি	ইন্নি	ইম্মি	ইল্লি	ইক্কি

১. বানান করার পদ্ধতি:

বাংলা: হামজা ই-কার-হামজা দ্বিত্ব চিহ্ন=ই’, হামজা ই-কার=ই, (ই’ই), হামজা ই-কার- বা দ্বিত্ব চিহ্ন= ইব্ , বা ই-কার=বি, (ইব্বি),-------।

আরবি: হামজা কাসরা-হামজা শদ্দাহ= আ’, হামজা কাসরা=ই (ই’ই), হামজা কাসরা-বা শাদ্দাহ=আব্ , বা কাসরা=বা (আব্বা),-------।

২. একবার বানান করে এবং দ্বিতিয়বার বানান ছাড়া অনশীলন করতে হবে। আর প্রয়োজনে এর বেশিও করা জরুরি।

অনুশীলনী

যম্মা উ-কার ও যম্মা তবীলাহ ঊ-কারের শাদ্দাহকে চিহ্নিত করুন

أَصَابَنِي الضَّيْقُ فِي يَوْمٍ حَارٍّ، فَأَخَذْتُ ابْنَ عَمِّي إِلَى حَدِيقَة جَـــدِّي حَيْـــثُ جَلَسْنَا نَتَكَلَّمُ بَيْنَ أَشْجَارِ التِّينِ وَالزِّينَة، وَنُرَوِّحُ عَنْ أَنْفُسنَا بِـــشَيْءٍ مِـــنَ الشِّعْرِ. حَتَّى إِذَا اعْـــتَدَلَتِ الرِّيحُ، وَزَالَ هَمِّي عَنِّي رَجَعْـــنَا إِلَى أَعْمَالِنَا.

উদাহরণ

যম্মা-উ-কার দ্বারা শাদ্দাহ

(ক) যম্মা কস্বীরাহ তথা উ-কার (ُ) দ্বারা শাদ্দাহ

يَظُنُّ	Z	[	©
يَرُدُّ	اَلثُّرَيَا	تَحَضُّرٌ	اَلشُّعْلَةُ

(খ) যম্মা তবীলাহ তথা ঊ-কার (ُ) দ্বারা শাদ্দাহ

6	a	~	اَلرُّوحُ
يَمُرُّونَ	يَمُنُّونَ	تَسُرُّونَ	يَصُدُّونَ

যম্মা কস্বীরাহ-উ-কার (ু) দ্বারা শাদ্দাহ (ـــّ)- এর অনুশীলনী

أُخُّ	أُحُّ	أُجُّ	أُثُّ	أُتُّ	أُبُّ	أُءُّ
উখ্খু	উহ্হু	উজ্জু	উছ্ছু	উত্তু	উব্বু	উ’উ
أُصُّ	أُشُّ	أُسُّ	أُزُّ	أُرُّ	أُذُّ	أُدُّ
উস্ব্সু	উশ্শু	উস্সু	উজ্জু	উর্রু	উয্যু	উদ্দু
أُقُّ	أُفُّ	أُغُّ	أُعُّ	أُظُّ	أُطُّ	أُضُّ
উক্কু	উফ্ফু	উগ্গু	উ‘‘য়ু	উয্যু	উত্তু	উয্যু
أُيُّ	أُهُّ	أُوُّ	أُنُّ	أُمُّ	أُلُّ	أُكُّ
উইয়ু	উহ্হু	উওবু	উন্নু	উম্মু	উল্লু	উক্কু

১. বানান করার পদ্ধতি:

বাংলা: হামজা উ-কার-হামজ দ্বিত্ব চিহ্ন=উ’, হামজা উ-কার=উ (উ’উ), হামজা উ-কার-বা দ্বিত্ব চিহ্ন=উব্ , বা উ-কার=বু (উব্বু)--------।

আরবি:হামজা যম্মা-হামজা শাদ্দাহ=উ’, হামজা যম্মা=উ (উ’উ), হামজা যম্মা-বা শাদ্দাহ=উব্ , বা যম্মা= বু (উব্বু),-----------।

২. একবার বানান করে এবং দ্বিতিয়বার বানান ছাড়া অনশীলন করতে হবে। আর প্রয়োজনে এর বেশিও করা জরুরি।

অনুশীলনী

যম্মা-কাস্বীরা উ-কার (ُ) ও যম্মা তবীলাহ ঊ-কা (ٗ)-এর শাদ্দাহকে চিহ্নিত করুন

١. الْعُلُومُ فِي تَقَدُّمٍ، وَالْبِلاَدُ فِي تَحَضُّرٍ.

٢. ذَهَبْتُ إِلَى بِلاَدِ النُّوبَةِ، ثُمَّ السُّودَانَ وَالصُّومَالَ.

এক শব্দে একাধিক শাদ্দাহ-এর ব্যবহার

উদাহরণ

~	ٱلصَّآخَّةُ	ٱلْأُمِّيَّ	ٱلنَّبِيُّ
بَـــيِّنَّاهُ	بَرِّيَّـــةٌ	دُرِّيَّـــةٌ	ذُرِّيَّـــةٌ

বানান করার পদ্ধতি

একাধিক অক্ষর বিশিষ্ট একটি বড় শব্দকে একবারে উচ্চারণ করা প্রতিটি ভাষায় কঠিন ব্যাপার। তাই একটি শব্দকে খণ্ড খণ্ড করে তার শব্দাংশ (SYLLABLE) জেনে উচ্চারণ করলে সহজ হয়ে যায়।

১. আরবিতে প্রতিটি হারাকাত তথা স্বরবর্ণ এক একটি শব্দাংশ।

২. সাকিন তথা হস্‌যুক্ত হরফকে পূর্বের হারাকাত (স্বরবর্ণ) দ্বারা মিলিয়ে পড়তে হবে।

৩. ফাতহা তানবীন ـــً) হলে (আন্), কাসরা তানবীন (ـــٍ) হলে (ইন্) এবং যম্মা তানবীন (ـــٌ) হলে (উন্) উচ্চারণ হবে।

৪. মুশাদ্দাদ তথা শাদ্দহযুক্ত হরফকে একবার পূর্বের হারাকাত দ্বারা এবং দ্বিতীয়বার তার নিজস্ব হারাকাত দ্বারা পড়তে হবে।

৫. কোন হরফে শাদ্দাহ হলে পূর্বের হরফের হারাকাত দ্বারা পড়ার সময় মাঝের হরফগুলো পড়তে আসবে না। এর প্রতিটির উদাহরণ ও অনুশীলনী পূর্বে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. ওয়াক্‌ফ (বিরতির)-এর সময় সর্বদা সুকূন তথা হস্‌চিহ্ন দ্বারা করতে হবে। হারাকাত তথা স্বরবর্ণ (ـــُ ـــِ ـــَ) ও তানবীন (ـــً ـــٍ ـــٌ) দ্বারা ওয়াক্‌ফ করা যাবে না।

৭. প্রতিটি ফাতহা (ـــَ) কে (া), কাসরা (ـــِ)কে (ি) এবং যম্মা (ـــُ) কে (ু) উচ্চারণ করতে হবে।

৮. ফাতহার সাথে মাদের আলিফ হলে যেমনঃ (ا + ـــَ) দীর্ঘ (াা) আকার, কাসরার সাথে মাদের ইয়া হলে যেমনঃ (ي + ـــِ) দীর্ঘ (ী) কার এবং যম্মার সাথে মাদের ওয়াও হলে যেমনঃ (و + ـــُ) দীর্ঘ (ূ) উচ্চারণ করতে হবে।

৯. গোল তা (ة) ওয়াকফ্‌ তথা থামার সময় (ه) হা উচ্চারণ হবে।

অনুশীলনী

সূরা ফাতিহার প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি চিহ্নিত করুন। আর শব্দাংশ জেনে বানান করে বাংলায় সুস্পষ্ট অক্ষরে সঠিক উচ্চারণ লিখুন।

+ *) (' & % $ # " ! [

6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

@ ? > = < ; : 9 8 7

الفاتحة: ١ - ٧ Z D C B A

উচ্চারণঃ

বানান করার উদাহরণ

" !

বাংলাঃ বা ই-কার-সীন হস=বিস্ , মীম ই-কার- লাম দ্বিত্ব চিহ্ন=মিল্, লাম আ-কার= লা, হা ই-কার- র দ্বিত্ব চিহ্ন=হির, (বিস্ +মিল্ + লা + হির) = বিস্মিল্লাহির্।
র আ-কার- হা হস=রহ্ , মীম দীঘ আ-কার= মাা, নূন ই-কার- র দ্বিত্ব চিহ্ন=নির্ , (রহ্ + মাা + নির)= রহ্মাানির্।
র আ-কার= র, হা ঈ-কার=হী, মীম ই-কার= মি, (র+হী+মি)= রহীম্।
(বিস্মিল্লাহির্+রহমাানির্+রহীম্)=বিস্মিল্লাহির্ রহ্মাানির্ রহীম।

আরবিঃ বা কাসরা-সীন সুকূন=(বিস্), মীম কাসরা-লাম শাদ্দাহ=(মিল), লাম ফাতহা= (লা), হা কাসরা-র শাদ্দাহ=(হির), র ফাতহা- হা সুকূন=(রহ্) মীম আলিফ ফাতহা=(মাা), নূন কাসরা-রশাদ্দাহ=(নির্), র ফাতহা=(র), হা ইয়া কাসরা=(হী), মীম কাসরা=(মি)
(বিস্+মিল্+লা+হির্+রহ্+মাা+নির্+র+হীম)=
বিস্মিল্লাাহির্ রহ্মাানির্ রহীম।
নোটঃ আল্লাহ শব্দটির লামকে সর্বদা দীর্ঘ আ-কার দ্বারা পড়তে হবে।

Z 6 5 4 3 2 [

- 2 ওয়াও আ-কার- ইয়া হস=ওয়াই, লাম যম্মা তানবীন-লাম দ্বিত্ব চিহ্ন=লুল্ , লাম ই-কার=লি, কাফ উ-কার- লাম দ্বিত্ব চিহ্ন=কুল্ , লাম ই-কার= লি, (ওয়াই+লুল্+লি+কুল্+লি)=ওয়াইলুল্লিকুল্লি।
- 2 হা উ-কার=হু, মীম আ-কার=মা, জ্বাই আ-কার=জা, তা কাসরা তানবীন-লাম দ্বিত্ব চিহ্ন= তিল্ , লাম উ-কার= লু , মীম আ-কার= মা, জ্বাই আ-কার= জা, তা কাসরা তানবীন= তিন্, (হু+মা+জা+ তিল্+লু+মা+তিন্)=হুমাজাতিল্লুমাজাহ্।
- 2 (ওয়াইলুল্লিকুল্লি + হুমাজাতিল্লুমাজাহ্)

Z ; : 9 8 7 [

3 আলিফ আ-কার-লাম দ্বিত্ব চিহ্ন=আল্ , লাম আ-কার= লা, যাল ঈ-কার= যী, (আল্+লা+যী)= আল্লাযী
3 জীম আ-কার= জা, মীম আ-কার= মা, ‘আইন আ-কার= ‘আ, (জা+মা+‘আ)= জামা‘আ।
3 মীম দীঘ আ-কার- মাা, লাম ফাতহা তানবীন- ওয়াও দ্বিত্ব চিহ্ন= লান্ , (মাা + লান্) = মাালান্।
3 ওয়াও আ-কার= ওয়া, ‘আইন আ-কার-দাল দ্বিত্ব চিহ্ন= ‘আদ্, দাল আ-কার= দা, দাল আ-কার=দা, হা উ-কার=হু , (ওয়া+‘আদ্ + দা + দা + হু) = ওয়া‘য়াদ্দাদাহু।
3 (আল্লাযী + জামা‘আ + মাালান্ + ওয়া‘য়াদ্দাদাহ্)

Z O N M L [

2 নূন দীর্ঘ আ-কার= নাা, র উ-কার- লাম দ্বিত্ব চিহ্ন= রুল্ , লাম আ-কার= লা, হা ই-কার- লাম হস= হিল্ , মীম ঊ-কার= মূ , ক্ব-ফ আ-কার= ক্ব-, দাল আ-কার= দা, তা উ-কার= তু। (নাা + রুল্ + লা + হিল্ + মূ + ক্ব-দাহ্)= নাারুল্লাহিল্ মূক্ব-দাহ্।

নোট:

অনুশীলনের নিয়ম হলো: প্রথমে বারবার ব্যঞ্জনবর্ণ, এরপর স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি চিহ্নিত করতে হবে। অত:পর একাধিকবার বানান করতে হবে। এরপর বারবার মিলিয়ে বারবার পড়তে হবে।

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে সাধারণ ও দীর্ঘ স্বরবর্ণ এবং স্বরধ্বনির সবগুলোর ব্যবহার এসেছে। অনুরূপ সমস্ত কুরআনে অনুসরণ ক’রে বেশি বেশি বানান করলে নতুন পদ্ধতিতে বানান শেখা আল্লাহ চাহে সহজ হয়ে যাবে।

শব্দে আরবি অক্ষরের ব্যবহার

আরবি হরফের সাধারণত চারটি অবস্থা শব্দে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাফতূহ (আ-কার যুক্ত) মাকসূর (ই-কার যুক্ত) মাযমূম (উ-কার যুক্ত) ও সাকিন (হস্ যুক্ত)। নিম্নে প্রতিটি হরফকে চারটি অবস্থায় আরবি শব্দে ব্যবহার করে দেখানো হলো। প্রতিটি শব্দকে শেষে হস্ দ্বারা ওয়াক্ফ করে মুখস্ত করতে হবে। যেমন: ‘আরনাবুন্’কে আরনাব্ , ‘ইবরীকুন্’ ইবরীক্ ও উযুনুন’ উযুনুন্ এভাবে-----------।

অবস্থা	হরফ	শব্দ	উচ্চারণ
মাফতূহ	أَ	أَرْنَبٌ	আরনাবুন্
মাকসূর	إِ	إِبْرِيقٌ	ইব্‌রীকুন্
মাযমূম	أُ	أُذُنٌ	উযুনুন্
সাকিন	أْ	يَأْتِي	ইয়া’তী
মাফতূহ	بَ	بَابٌ	বাবুন্
মাকসূর	بِ	بِنْتٌ	বিন্‌তুন্
মাযমূম	بُ	بُرْتُقَالٌ	বুর্‌তুক্ব-লুন্
সাকিন	بْ	يَبْدَأُ	ইয়াব্‌দাউ
মাফতূহ	تَ	تَابَ	তাবা
মাকসূর	تِ	قَتِيلٌ	ক্বতীলুন্
মাযমূম	تُ	مُتُونٌ	মুতূনুন্

সাকিন	تْ	أَتْبَاعٌ	আত্‌বাা‘উন্‌
মাফতূহ	ثَ	ثَعْلَبٌ	ছা‘লাবুন্‌
মাকসূর	ثِ	ثِـــيرَانٌ	ছীর-নুন্‌
মাযমূম	ثُ	ثُـــعْبَانٌ	ছু‘বাানুন্‌
সাকিন	ثْ	عُثْمَانُ	‘উছমাানু
মাফতূহ	جَ	جَمَلٌ	জামালুন্‌
মাকসূর	جِ	جِمَالٌ	জিমাালুন্‌
মাযমূম	جُ	جُنُوبٌ	জুনূবুন্‌
সাকিন	جْ	مُجْرِمٌ	মুজ্‌রিমুন্‌
মাফতূহ	حَ	حَدِيقَةٌ	হাদীক্বতুন্‌
মাকসূর	حِ	حِصَانٌ	হিস্ব–নুন
মাযমূম	حُ	حُبُوبٌ	হুবূবুন্‌
সাকিন	حْ	أَحْبَابٌ	আহ্‌বাাবুন্‌
মাফতূহ	خَ	خَطِيرٌ	খত্বীরুন্‌
মাকসূর	خِ	خِيَارٌ	খিয়াারুন্‌
মাযমূম	خُ	خُبْزٌ	খুব্‌জুন্‌

সাকিন	خْ	اِخْتِبَارٌ	ইখ্তিবাারুন্
মাফতূহ	دَ	دَجَاجٌ	দাজাাজুন্
মাকসূর	دِ	دِيكٌ	দীকুন্
মাযমূম	دُ	دُبٌّ	দুব্বুন্
সাকিন	دْ	بَدْرٌ	বাদ্রুন্
মাফতূহ	ذَ	ذَيْلٌ	যাইলুন্
মাকসূর	ذِ	ذِرَاعٌ	যিরাা'উন্
মাযমূম	ذُ	ذُبَابٌ	যুবাাবুন্
সাকিন	ذْ	اِذْهَبْ	ইয্হাব্
মাফতূহ	رَ	رَأْسٌ	রা'সুন্
মাকসূর	رِ	رِيَالٌ	রিয়াালুন্
মাযমূম	رُ	رُمَّانٌ	রুম্মাানুন্
সাকিন	رْ	تَرْتِيبٌ	তারতীবুন্
মাফতূহ	زَ	زَرَافَةٌ	জার-ফাতুন্
মাকসূর	زِ	زِينَةٌ	জীনাতুন্
মাযমূম	زُ	زُهُورٌ	জুহূরুন্

সাকিন	زْ	أَزْهَارٌ	আজহাারুন্
মাফতূহ	سَ	سَبُّورَةٌ	সাব্বূরতুন্
মাকসূর	سِ	سِبَاقٌ	সিবাাকুন্
মাযমূম	سُ	سُوقٌ	সূকুন্
সাকিন	سْ	مُسْلِمٌ	মুসলিমুন্
মাফতূহ	شَ	شَمْسٌ	সাম্শুন্
মাকসূর	شِ	شِرَاعٌ	শিরাা‘উন্
মাযমূম	شُ	شُرْطِيٌّ	শুর্ত্বিয়্যুন্
সাকিন	شْ	بُشْرَىٰ	বুশ্রাা
মাফতূহ	صَ	صَبْرٌ	স্বব্রুন্
মাকসূর	صِ	صِينٌ	স্বীনুন্
মাযমূম	صُ	صُنْدُوقٌ	স্বুন্দূকুন্
সাকিন	صْ	اِصْبِرْ	ইস্ব্বির্
মাফতূহ	ضَ	ضَبٌّ	যব্বুন্
মাকসূর	ضِ	ضِرَاسٌ	যির-সুন্
মাযমূম	ضُ	ضُبَّاطٌ	যুব্বাাতুন্

সাকিন	ضْ	أَضْمَرْ	আয্মার্
মাফতূহ	طَ	طَبِيبٌ	ত্ববীবুন্
মাকসূর	طِ	طِفْلٌ	ত্বিফ্লুন্
মাযমূম	طُ	طُيُورٌ	তুয়ূরুন্
সাকিন	طْ	عِطْرٌ	'ইত্রুন্
মাফতূহ	ظَ	ظَرْفٌ	যর্ফুন্
মাকসূর	ظِ	ظِفْرٌ	যিফ্রুন্
মাযমূম	ظُ	ظُرُوفٌ	যুরূফুন্
সাকিন	ظْ	مَظْهَرٌ	মায্হারুন্
মাফতূহ	عَ	عَلَمٌ	'আলামুন্
মাকসূর	عِ	عِنَبٌ	'ইনাবুন্
মাযমূম	عُ	عُصْفُورٌ	'উস্ফূরুন্
সাকিন	عْ	أَعْمَالٌ	আ'মালুন্
মাফতূহ	غَ	غَزَالٌ	গজালুন্
মাকসূর	غِ	غِرْبَالٌ	গির্বালুন্
মাযমূম	غُ	غُصْنٌ	গুস্নুন্

সাকিন	غْ	طُغْيَانٌ	তুগ্য়্যানুন্
মাফতূহ	فَ	فَرَاشٌ	ফার-শুন্
মাকসূর	فِ	غَافِلٌ	গ-ফিলুন্
মাযমূম	فُ	صُفُوفٌ	সুফূফুন্
সাকিন	فْ	غُفْرَانٌ	গুফ্র-নুন্
মাফতূহ	قَ	قَلَمٌ	ক্বলামুন্
মাকসূর	قِ	قِرْدٌ	ক্বির্দুন্
মাযমূম	قُ	قُفْلٌ	কুফ্লুন্
সাকিন	قْ	وَقْتٌ	ওয়াক্তুন্
মাফতূহ	كَ	كَرِيمٌ	কারীমুন্
মাকসূর	كِ	كِرَامٌ	কির-মুন্
মাযমূম	كُ	كُسُوفٌ	কুসূফুন্
সাকিন	كْ	أَكْمِلْ	আক্মিল্
মাফতূহ	لَ	لَيْمُونٌ	লাইমূনুন্
মাকসূর	لِ	لِسَانٌ	লিসানুন্
মাযমূম	لُ	لُعْبَةٌ	লু‘বাতুন্

সাকিন	لْ	كَلْبٌ	কাল্বুন্
মাফতূহ	مَ	مَوْزٌ	মাওজুন্
মাকসূর	مِ	مِحْرَابٌ	মিহ্‌র-বুন্
মাযমূম	مُ	مُوسَىٰ	মূসাা
সাকিন	مْ	أَمْوَالٌ	আম্‌ওয়াালুন্
মাফতূহ	نَ	نَخْلَــةٌ	নাখ্‌লাাতুন্
মাকসূর	نِ	نِمْرٌ	নিম্‌রুন্
মাযমূম	نُ	نُجُومٌ	নুজূমুন্
সাকিন	نْ	أَحْسَنْتَ	আহ্‌সান্‌তা
মাফতূহ	هَ	هَاتِفٌ	হাাতিফুন্
মাকসূর	هِ	هِلَالٌ	হিলাালুন্
মাযমূম	هُ	هُدْهُدٌ	হুদ্‌হুদুন্
সাকিন	هْ	أَهْلٌ	আহ্‌লুন্
মাফতূহ	وَ	وَرْدَةٌ	ওয়ার্‌দাতুন্
মাকসূর	وِ	وِسَادَةٌ	বিসাাদাতুন্
মাযমূম	وُ	وُجُوهٌ	উজূহুন্

সাকিন	وْ	أَوْفَى	আওফাা
মাফতূহ	يَ	يَدٌ	ইয়াদুন্
মাকসূর	يِ	يَنَايِرُ	ইয়ানাায়িরু
মাযমূম	يُ	يُصَلِّي	ইউস্বল্লী
সাকিন	يْ	خَيْرٌ	খইরুন্

নোটঃ

¿ শাদ্দাহ দ্বারা শব্দের ব্যবহার কম; সে জন্য এর ব্যবহার দেখানো হলো না।

¿ আরবি শব্দের প্রথমে সুকূন দ্বারা পড়া যায় না এবং ওয়াক্ফ তথা বিরতি স্বরবর্ণ বা স্বরধ্বনি দ্বারা করা যাবে না বরং সর্বদা সুকূন দ্বারা করতে হবে।

¿ শেষের হরফের পূর্বের হরফে সুকূন থাকলে ওয়াক্ফ করার ফলে পাশাপাশি দুইটি সুকূন একত্রিত হয়। আর একই সাথে দুইটি সুকূন উচ্চারণ করা কঠিন। তাই বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ব করতে চেষ্টা করুন।

একই ধরণের দু'টি অক্ষরের সমস্যার সমাধান

অনেক সময় উচ্চারণে একটি অক্ষর অপর অক্ষরের সাথে মিশে যায়; কারণ দু'টি অক্ষরের মাখরাজ (উচ্চারণস্থল) একই বা পাশাপাশি। যেমন: কখনো ع 'আইন অক্ষরটি ء হামজা ও ح হা অক্ষরটি هـ হা------ হয়ে যায়। তাই এ পাঠে যে সকল অক্ষরের সাধারণত সমস্যা হয়ে থাকে সেগুলোর বাস্তব কিছু তুলনামূলক অনুশীলনী পেশ করা হল। সঠিক উচ্চারণ শেখার জন্য বারবার অনুশীলন করতে হবে। উদাহরণ ও অনুশীলনগুলো ডান দিক থেকে পড়তে হবে।

প্রথমে ভুল করেও মাখরাজ পড়াবেন না। বরং তালকীন তথা শুনে শুনে উচ্চারণ করার চেষ্টা এবং বাংলা অথবা আরবি বানান পদ্ধতির যে একটি দ্বারা পড়া বা পড়ানোর অভ্যাস করবেন।

নিম্নে বিভিন্ন ধরণের উদাহরণ দেয়া হলো। বারবার অনুশীলন করার চেষ্টা করুন। এর দ্বারা একই ধরণের অক্ষরের মাঝের উচ্চারণের সমস্যা আল্লাহ চাহে তো দূর হয়ে যাবে।

ء ، أ - ع

উদাহরণ

ক	عَنْ	أَنْ
খ	شَاعَ	شَاءَ
গ	سَعَلَ	سَأَلَ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	أَمَلَ عَمَلَ	أَلَقَ عَلَقَ	أَرَقَ عَرَقَ
খ	مُتَأَلِّمٌ مُتَعَـــلِّمٌ	رَأَىٰ رَعَىٰ	بَرَاءَةٌ بَرَاعَـــةٌ
গ	قَرَأَ قَرَعَ	بَرَأَ بَرَعَ	ابْتَدَأَ ابْتَدَعَ

ث - س

উদাহরণ

ক	سَابَ	ثَابَ
খ	سَمِينٌ	ثَمِينٌ
গ	تَكْسِيــــرٌ	تَكْثِيــــرٌ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	سَرَىٰ	ثَرَىٰ
	سَلَاسَةٌ	ثَلَاثَةٌ
খ	نَسْرٌ	نَثْرٌ
	أَسَاسٌ	أَثَاثٌ
গ	لَبِسَ	لَبِثَ
	حَارِسٌ	حَارِثٌ

ح - هـ

উদাহরণ

ক	هَامِدٌ	حَامِدٌ
খ	نَهَرَ	نَحَرَ
গ	أَشْبَاهٌ	أَشْبَاحٌ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	هَرَسَ	حَرَسَ
	هَرَمٌ	حَرَمٌ
খ	أَهَلَّ	أَحَلَّ
	سَاهِرٌ	سَاحِرٌ
গ	بَلَهَ	بَلَحَ
	تَاهَ	تَاحَ

ز - ظ

উদাহরণ

ক	ظَلَّ	زَلَّ
খ	مَظَاهِرُ	مَزَاهِرُ
গ	حَافِظٌ	حَافِزٌ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	عَزِيــــمَةٌ عَظِيمَةٌ	زَهْرٌ ظَهْرٌ
খ	زَنَّ ظَنَّ	حَزَّ حَظَّ

ط - ت

উদাহরণ

ক	تَابَ	طَابَ
খ	سَتَرَ	سَطَرَ
গ	رَبَتَ	رَبَطَ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	طِينٌ تِينٌ	طَابِعٌ تَابِعٌ	طَامِرٌ تَامِرٌ
খ	فَاطِنٌ فَاتِنٌ	قَطَمٌ قَتَمٌ	تَقْطِيرٌ تَقْتِيرٌ
গ	أَمَاطَ أَمَاتَ	شَطَّ شَتَّ	حَطَّ حَتَّ

ص - س

উদাহরণ

ক	سَبَّ	صَبَّ
খ	فَسَدَ	فَصَدَ
গ	مَسَّ	مَصَّ
ঘ	قَسَّ	قَصَّ
ঙ	سَيْفٌ	صَيْفٌ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	صُورَةٌ سُورَةٌ	صَفَحَ سَفَحَ	صَعِيدٌ سَعِيدٌ
খ	عَصِيرٌ عَسِيرٌ	بَصْمَةٌ بَسْمَةٌ	يُصَارِعُ يُسَارِعُ
গ	حَرَصَ حَرَسَ	فَرَائِصُ فَرَائِسُ	تَصْرِيحٌ تَسْرِيحٌ

س - ش

উদাহরণ

ক	شَبَّ	سَبَّ
খ	يَشْرِي	يَسْرِي
গ	اِفْتَرَشَ	اِفْتَرَسَ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	سَطَرَ شَطَرَ	سَالَ شَالَ	سَدِيْدٌ شَدِيدٌ
খ	مَحْسُوْرٌ مَحْشُوْرٌ	نُسُوْرٌ نُشُوْرٌ	أَسْرَارٌ أَشْرَارٌ
গ	عَرَّسَ عَرَّشَ	رَمْسٌ رَمْشٌ	إِسْرَافٌ إِشْرَافٌ

ق - ك

উদাহরণ

ক	كَفَلَ	قَفَلَ
খ	رَكَدَ	رَقَدَ
গ	سَلَكَ	سَلَقَ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	قَبَسَ كَبَسَ	قُلْ كُلْ
খ	نَقَبَ نَكَبَ	مَنْقُوبٌ مَنْكُوبٌ
গ	شَقَّ شَكَّ	رَقِيقٌ رَكِيكٌ

خ - غ

উদাহরণ

ক	غَابَ	خَابَ
খ	أَغْبَرَ	أَخْبَرَ
গ	أَفْرَغَ	أَفْرَخَ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	غَيَّرَ خَيَّرَ	خَمْسَةٌ غَمْسَةٌ	خَلِيلٌ غَلِيلٌ
খ	يَغِيبُ يَخِيبُ	أَخْرَقَ أَغْرَقَ	أَخْفَىٰ أَغْفَىٰ
গ	سَاخَ سَاغَ	تَفْرِيخٌ تَفْرِيغٌ	سَبَخَ سَبَقَ

ج - ش

উদাহরণ

ক	شَرَحَ	جَرَحَ
খ	يَشْرِي	يَجْرِي
গ	رَشَّ	رَجَّ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	جِمَالٌ شِمَالٌ	جُمُوعٌ شُمُوعٌ
খ	يُجَاهِدُ يُشَاهِدُ	مَجْهُودٌ مَشْهُودٌ
গ	نَهَجَ نَهَشَ	عَرَّجَ عَرَّشَ

د - ض

উদাহরণ

ক	ضَرْبٌ	دَرْبٌ
খ	نَاضِرٌ	نَادِرٌ
গ	عَضَّ	عَدَّ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	دَلَّ ضَلَّ	دَلاَلٌ ضَلاَلٌ
খ	رَدَعَ رَضَعَ	نَدَبَ نَضَبَ
গ	قُرُودٌ قُرُوضٌ	فَرْدٌ فَرْضٌ

হামজা ওয়াস্‌লী ও হামজা ক্বত্ব‘য়ী

(ক) হামজা ওয়াসলীঃ

ওয়াসলী অর্থ মিলানো; যে হামজা দ্বারা পূর্বের সাথে মিলিয়ে পড়া যায় তাকে হামজা ওয়াসলী বলে। এ হামজা শব্দের শুরুতে হয় এবং শুধুমাত্র বাক্যের প্রথমে হলে পড়তে আসে। আর মাঝখানে হলে মিলিয়ে পড়ার কারণে পড়তে আসে না। যেমনঃ

L وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ M L) (' & M

“আল-হামদু”-এর হামজা ওয়াসলী পড়তে এসেছে; কারণ বাক্যের প্রথমে রয়েছে। কিন্তু “ওয়াস্‌তা‘ঈনূ”, বিস্‌সবরি” ও “ওয়াসস্বলাহ”-এর হামজাসমূহ মিলিয়ে পড়ার ফলে পড়তে আসেনি; কারণ শব্দের মাঝখানে হয়েছে।

Ø হামজা ওয়াসলী পড়ার নিয়মঃ

হামজা ওয়াসলী শব্দের শুরুতে হলে এবং সেখান থেকে পড়া আরম্ভ করলে পড়তে আসবে। এ অবস্থায় তার পড়ার নিয়ম তিনটি:

১. **ফাতাহ (—َ) তথা আ-কার দ্বারাঃ** যদি শব্দের প্রথমে আলিফ-লাম হয়, তাহলে সে আলিফ ফাতহা দ্বারা পড়তে হবে। যেমনঃ

উদাহরণ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
,	আর্‌রহীম	)	আল্‌‘আলামীন
+	আর্‌রহ্মান	&	আল্‌হাম্‌দ্

২. **যম্মা (ـُ) তথা উ-কার দ্বারা:** যদি হামজা ওয়াসলীর হামজাসহ হিসাব করে শব্দের তৃতীয় অক্ষর আসলী যম্মাযুক্ত হয়, তাহলে হামজাকে যম্মা দ্বারা পড়তে হবে। যেমন:

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
اُشْدُدْ	উশদুদ	f	উক্তুল্	i	উসলুক্
n	উ'বুদ্	اُمْكُثُوْا	উমকুছূ	X	উসজুদ্

৩. **কাসরা (ـِ) ই-কার দ্বারা:** যদি হামজা ওয়াসলীসহ শব্দের তৃতীয় হরফ মাফতূহ (ফাতহাযুক্ত) বা মাকসূর (কাসরাযুক্ত) কিংবা যম্মা আসলী না হয়, তাহলে হামজাকে কাসরা দ্বারা পড়তে হবে। যেমন:

৩য় হরফ ফাতহা	উচ্চারণ	৩য় হরফ কাসরা	উচ্চারণ
_	ইফতাহ্	N	ইগ্ফির্
V	ই'লাম্	P	ইয্রিব
اُتَّخَذُوْا	ইত্তাখায্	7	ইহ্দিনাা
t	ইয্হাব্	!	ইস্বির্

তৃতীয় হরফ আসলী যম্মা না হলে কাসরা দ্বারাই পড়তে হবে। যেমন:

৩য় হরফ আসলী যম্মা না	আসল রূপ	৩য় হরফ আসলী যম্মা না	আসল রূপ
S	امْشَـــيُوا	اَبْنُوْا	ابْـــنَـــيُوا
?	اقْضَـــيُوا	وَٱمْضُوْا	امْضَـــيُوا

হামজা ওয়াসলীর রূপ ও আকৃতিঃ

হামজা (ء) ছাড়াই শুধু আলিফ লেখা হবে এবং তার উপর "وَصۡــلۡ" ওয়াস্‌ল শব্দের মাঝের হরফ ـصـ -এর মাথাটুকু যোগ করা হবে, যাতে করে বুঝা যায় যে ইহা হামজা ওয়াসলী। যেমন: (ٱ)

) (' &

খেয়াল করুন! এখানে "আল-হামদু ও আল-'আলামীন"-এর হামজা ওয়াসলীর উপরে হামজা না লিখে ছোট করে ـصـ -এর মাথাটুকু যোগ করা হয়েছে। আমাদের দেশীয় ছাপা কুরআনে এ ধরনের ব্যবহার নেই।

(খ) হামজা ক্বত্ব'য়ীঃ

১. কাত্ব'যী অর্থ কেটে দেয়া ও বিচ্ছিন্ন হওয়া। এ হামজা পূর্বের সাথে মিলিয়ে পড়াকে কেটে ও বিচ্ছিন্ন করে দেয়; তাই তাকে হামজা কাত্ব'য়ী বলা হয়। এ হামজা শব্দের শুরুতে আসে এবং বাক্যের শুরু ও মাঝখানে উভয় অবস্থাতে পড়তে হয়। যেমন:

2 = إِلَّا وَأَصۡلَحُواْ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ وَأَنَا

২. হামজা ক্বত্ব'য়ী মাফতূহ ও মাযমূম হলে আলিফের উপরে হামজা (ء) লিখা থাকবে। আমাদের দেশীয় কুরআনে এর ব্যবহার করা হয় না। যেমন:

L J أَلِيمٌ } u أُمِّهَا µ

৩. হামজা ক্বত্ব'য়ী মাকসূর (কাসরাযুক্ত) হলে আলিফের নিচে হামজা (ء) লিখা থাকবে। যেমন:

s - \ o

নূন কুত্বনী পড়ার নিয়ম

যদি তানবীনের পরে হামজা ওয়াসলী আসে এবং হামজা ওয়াসলীর পরের হরফ সাকিন তথা সুকূনযুক্ত হয়, তাহলে তানবীনের নূন সাকিনকে কাসরা দ্বারা পড়তে হবে; কারণ হামজা ওয়াসলী মাঝখানে পড়তে আসে না, যার ফলে দু'টি সাকিন এবং তার মাঝে হামজা ওয়াসলী একত্রে জমা হয় যা পড়া অসম্ভব। যেমন : (نُـــوحٌ اِبْــنَـــهُ) এখানে (نُـــــوحٌ) শব্দটি আসলে যম্মা তানবীন তথা নূন সাকিনসহ (نُوحُنْ) এমন ছিল। এখানে (نْ) নূন সাকিন এবং তার পরের হরফ (بْ) 'বা'ও সাকিন ও মাঝে হামজা ওয়াসলী, যা পড়া অসম্ভব। তাই তানবীনের নূন সাকিনকে সর্ব অবস্থায় একটি কাসরা দ্বারা মিলিয়ে পড়তে হবে। আমাদের দেশের ছাপা কুরআন মজীদে ছোট্ট করে একটি কাসরাযুক্ত (نِ) নূন লিখা থাকে। এর ব্যবহার আরবি কুরআনে দেওয়া হয় না। কিন্তু ব্যাকরণ হিসাবে পড়তে হবে।

উদাহরণ

যম্মা দ্বারা তানবীন	ফাতহা দ্বারা তানবীন	কাসরা দ্বারা তানবীন
وَنَادٰى نُوحُ ۨابْنَهُ	سَوَآءَ ۨالْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ	كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ ۨالْمُرْسَلِيْنَ ۝١٠٥

নোট:

নূন কুত্বনী দ্বারা পড়া আরম্ভ করা যাবে না বরং আরম্ভ করতে চাইলে তানবীনের উপর ওয়াক্‌ফ করে হামজা ওয়াসলী দ্বারা শুরু করতে হবে।

অনুশীলনী

নিচের বাক্যগুলোতে নূন কুত্বনী ব্যবহার করুন:

যম্মা দ্বারা তানবীন	ফাতহা দ্বারা তানবীন	কাসরা দ্বারা তানবীন
o n m	> =	كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ
r q p	^]	¶ µ
w v	مَثَلًا ٱلْقَوْمُ	A @

Ø যে সকল অক্ষর লিখতে আসে কিন্তু পড়তে আসে না অথবা পড়তে আসে কিন্তু লিখকে আসে না:

(ক) যে সকল অক্ষর লিখতে আসে কিন্তু পড়তে আসে না:

যেমন আলিফে জায়িদা তথা অতিরিক্ত আলিফ। এ ধরণের অতিরিক্ত হরফের উপরে একটি গোল আকৃতির চিহ্ন (৹) থাকে। যেমনটি নিচের উদাহরণে দেওয়া হয়েছে।

১. বহুবচন শব্দের (و) ওয়াও-এর পরের আলিফ। যেমন:

3 h

২. ~ শব্দের আলিফ।

৩. Q শব্দের আলিফ। কিন্তু ওয়াক্ফের সময় পড়তে হবে।

৪. C f أُوْلُوْا . এ শব্দগুলোর (و) ওয়াও।

(খ) যা পড়তে আসে কিন্তু লিখতে আসে নাঃ

আল্লাাহ (W) শব্দের আলিফ। অর্থাৎ লামে দ্বিত্ব চিহ্ন আ-কার আছে কিন্তু পড়তে হবে দীর্ঘ আ-কার (াা)। আমাদের দেশের কুরআনগুলোতে খাড়া জবর লেখা থাকে। এ ধরণের ব্যবহার আরবি কুরআনে হয় না।

মাদ স্বেলাহ্ পড়ার নিয়ম

Ø আরবি ভাষায় তৃতীয় পুরুষ একবচন সর্বনামের জন্য (ـــــه ٥) -এর ব্যবহার করা হয়। যদি এ (ـــــه ٥) -এর আগে ও পরের হরফ হারাকাতযুক্ত হয় তাহলে মাদ দুই হারাকত [এক আলিফ] টেনে পড়তে হবে। একে ছোট স্বেলাহ বলে। আরবি কুরআনে এ অবস্থায় (ـــــه ٥) মাযমূম-যম্মাযুক্ত হলে তার পরে একটি ছোট ওয়াও এবং মাকসূর-কাসরাযুক্ত হলে একটি ছোট ইয়া লেখা হয়। [আমাদের দেশের ছাপা কুরআনে এর জন্য উল্টা পেশ ও খাড়া যের ব্যবহার করা হয়।] যেমনঃ

Z z y x w v u t [الانشقاق: ١٥

Ø আর যদি (ـــه ٥)-এর পরে হামজাহ আসে তাহলে ৪ বা ৫ হারাকাত টেনে পড়তে হবে। একে বড় স্বেলাহ বলে। আরবি কুরআনে এ অবস্থায় ঐ ছোট ওয়াও এবং ইয়ার উপর মাদের চিহ্ন (ٓ) লিখা থাকবে। যেমনঃ

Z H @ ? > = < ; [البقرة: ٢٧٥ Z S H G F [
الرعد: ٢١

Ø কিন্তু এর বিপরীত হচ্ছে: সূরা জুমারে الزمر: ٧ Z X [
(ـــه ه) হা স্বেলাহ ছাড়াই মাযমূম। আর সূরা আ'রাফ ও শু'য়ারার
الأعـــــــــــراف: ١١١ Z c [الــــــــــــشعراء: ٣٦ Z أَرْجِهْ [

এবং সূরা নামলে النمل: ٢٨ Z d [স্বেলাহ ছাড়াই সাকিন।

Ø আর যখন (ـــه ه) -এর পূর্বের হরফ সাকিন হবে এবং পরের হরফ হারাকাতযুক্ত হবে তখন স্বেলাহ হবে না।

Ø কিন্তু সূরা ফুরকানে ছাড়া যেমন: الفرقان: ٦٩ Z @ ? > [
এখানে স্বেলাহ মাদ করে পড়তে হবে।

Ø আর যদি (ـــه ه) -এর পরের হরফ সাকিন হয় তাহলে চাই তার আগের হরফ হারাকাতযুক্ত হোক বা সাকিন হোক (ـــه ه)কে স্বেলাহ করা যাবে না। যেমন:

المائدة: ٤٦ Z / . [التغابن: ١ Z - , + * [
غافر: ٣ Z L K [الأعراف: ٥٧ Z فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ [

নোট:

(ه) হা স্বেলাহ মিলিয়ে পড়ার সময় মাদ হবে। কিন্তু ওয়াক্ফ করার সময় মাদ হবে না। এ অবস্থায় সাকিন করে পড়তে হবে।

সূরার শুরুতে হরূফ মুক্বত্ত্ব'য়াত পড়ার নিয়ম

¿ কুরআন মভজীদের সূরার প্রথমে যে সকল হরূফে মুকাত্তা'আত (এক একটি করে) ব্যবহৃত হয় সেগুলো তিন প্রকার:

১. যেগুলোর ৬ হারাকাত পরিমাণ টেনে পড়তে হবে। ইহা ৮টি হরফে হবে: (ك، م ، ل ، ع ، ص ، ق ، ن ، س) যেমন: !

২. যেগুলোর দুই হারাকাত পরিমাণ টেনে পড়তে হবে। এর হরফ মাত্র ৫টি যথা: (ح ، ي ، ط ، هـ ، ر) যেমন: E

২. যার কোন মাদ নেই এমন হরফ ১টি আর তা হচ্ছে আলিফ (।)।
যেমন: !

সমাপ্ত